নীল শাড়ি

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়



রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদচিত্র : শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬৭

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উৎসর্গ

ভাষাচার্য ডাঃ শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

এম. এ., পি. আর. এস., ডি-লিট্

করকমলেষু

নিবেদন

'নীল শাড়ি' নাটকখানি আমার বহুদিন আগের লেখা। মাসিক-পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হওয়ার পর অনির্দিষ্ট কালের জন্ত আত্মগোপন করেছিল। প্রকাশকের তাগাদায়, সেই নাটকখানিকেই কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত করে গ্রন্থাকারে রূপ দেওয়া হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমার সাহিত্যগুরু, পূজনীয় মাতামহ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের কথা স্মরণ করি। আর মনে পড়ে, তাঁর সঙ্গে যাঁর নিবিড় সংযোগ ছিল, সাহিত্য-পরিষদের প্রাঙ্গণে যাঁর সানুকূল সাহচর্যে রামেন্দ্রসুন্দর নিজেকে সুখী ও ভাগ্যবান্ মনে করতেন, সেই বিশ্ববিশ্রুত-কীর্তি, পণ্ডিতাগ্রগণ্য, প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ, পদ্মভূষণ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা। তিনি অদ্বিতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্, তাঁকে 'ভাষাচার্য' আখ্যায় ভূষিত করে একখানি গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যিনি শুধু এশিয়ার গৌরব নন—সমস্ত পৃথিবীর।

মনীষী ডাঃ সুনীতিকুমারকে রামেন্দ্রসুন্দরই সাহিত্য-পরিষদে এনেছিলেন। ডাঃ সুনীতিকুমার তখন তরুণ যুবক; তাঁর প্রাণে যে আলোর খেলা, তার জ্যোতিঃ তখনই তাঁর চোখেমুখে ফুটে বের হত। রামেন্দ্রসুন্দরের সন্ধানী চোখে এই অধ্যবসায়ী প্রতিভার দীপ্তি সহজেই ধরা পড়ে গেল। তিনি সুনীতিকুমারকে ছাত্রসভ্যাধ্যক্ষ করে সাহিত্য-পরিষদে টেনে নিলেন।

১৩২৪ সালে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকাধ্যক্ষ হন। ডাঃ সুনীতিকুমার তাঁকে এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। পরের বছরও রামেন্দ্রসুন্দর সুনীতিকুমারের সহযোগিতায় পত্রিকার কাজ সুনির্বাহ করেন।

এই সময়ে সুনীতিকুমার সাহিত্য-পরিষদে "আরবী ও ফারসী অক্ষরের বাংলা লিপ্যন্তর" নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধে

সুনীতিকুমারের গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর খুব আনন্দিত হয়েছিলেন এবং সাহিত্য-পরিষৎ থেকেই সেটা ছাপানোর বন্দোবস্ত করবেন বলেছিলেন। রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধিকে দিয়ে সেই প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল, এই জন্যেই উড়িয়া ছেনীকাটা মিস্ত্রী দিয়ে অক্ষর কাটিয়ে আনতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, সুনীতিকুমার যখন বাংলা ভাষাতত্ত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে পি আর এস. পান, তাঁর থীসিস পরীক্ষা করেন বাঘা বাঘা দুই মহারথী—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর আর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যাঁদের কাছে পান থেকে চুন খসার উপায় নেই, ওজনে এক তিল কম থাকলে যাঁরা এতটুকুও সন্তুষ্ট হন না—সেই তাঁরাই এই থীসিসের গভীরতায় অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

ডাঃ সুনীতিকুমার রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়িতেও যেতেন। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা এবং আরও বহু বিষয়েই তাঁদের আলোচনা হত। তিব্বতী চিত্রে স্বর্গ মর্ত্য ও নরকের সুন্দর একটি ব্যাখ্যা রামেন্দ্রসুন্দর সুনীতিকুমারের কাছে করেছিলেন। কথায় কথায়, পুরীর মন্দিরে যে সব মিথুন মূর্তি আছে, তার উপযোগিতা সম্বন্ধে সুনীতিকুমারের প্রশ্নে রামেন্দ্রসুন্দর সেই সব মূর্তির অতি চমৎকার দার্শনিক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, জ্ঞানান্বেষী সুনীতিকুমারের কাছে সেই ব্যাখ্যা খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল।

তাই তারুণ্যের প্রথম আলোকে, সাহিত্যক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে তাঁর এই আত্যন্তিক হৃদ্যতার কথা, রামেন্দ্রসহচারী আমাকেও নিয়ে যায় সেদিনের সেই স্মৃতির গভীরে। সুনিবিড়ভাবে অনুভব করি, তিনিও আমার পরমাত্মীয় বন্ধু। তাই আমারও তরুণ বয়সের অনিপুণ রচনা 'নীল শাড়ি' নাটকখানি সেদিনের বিদগ্ধ তরুণ ডাঃ সুনীতিকুমারের সুনিপুণ হাতে তুলে দিলাম।

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র

পুরুষ

কমল	: সুদখোর জমিদার হরেকৃষ্ণর পুত্র
বিমল	: কমলের পুত্র
নীতিন	: দেশ-সেবক ও কমলের বন্ধু
ক্যাবলা, ভোম্বল, গন্দা, হাবু	: কমলের বন্ধু চতুষ্টয়
সদানন্দ	: কমলের পিতার আমলের পুরাতন কর্মচারী
দাঠাকুর	: গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ

কংগ্রেসকর্মী নবীন, সৌরীন, নীরেন, মাড়োয়ারী, বঙ্কুবিহারী, স্বামীজী, ভৃত্য পাঁচু, হোটেলের ম্যানেজার, বয়, চাপরাসী, গ্রাম্য বালকবৃন্দ, ভলান্টিয়ারদল ও গ্রামবাসিগণ।

স্ত্রী

নীলিমা	: কমলের স্ত্রী
মালিনী	: অভিনেত্রী (ওরফে নীলিমা)
কাদম্বিনী	: কমলের পিসীমা
মোহিনী	: কমলের দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী

মালিনীর ঝি কুসুম ও নর্তকীগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[শূন্য শয়নকক্ষ। টেবিলের উপর একগুচ্ছ রক্তগোলাপ দুলিতেছে। নেপথ্যে গান শোনা গেল। দাসী আসিয়া আলো দিয়া গেল। গান গাহিতে গাহিতে নীলিমা প্রবেশ করিল। সে কখনও খাটে বসিয়া, কখনও জানলার কাছে দাঁড়াইয়া গান গাহিয়া গানটি শেষ করিল। গানের শেষে দেখা গেল সে জানলা দিয়া বাহিরে চাহিয়া আছে। পিছন হইতে কমল প্রবেশ করিল। সে পিছনে দাঁড়াইয়া গান শুনিয়া দুই হাতে নীলিমার চোখ চাপিয়া ধরিল। নীলিমার গান—"আধো আলো আধো ছায়া" অবধি]

নীলিমার গান

আধো আলো আধো ছায়া
তোমার আমার মিলনের মাঝে
রচিল কি নব মায়া
তারায় তারায় করে কানাকানি
আকাশে বাতাসে তারি জানাজানি
স্বপন আবেশে তাই রচি মোর
সঙ্গীত দেহ কায়া
আধো আলো আধো ছায়া

নীলিমা। কে? (অনুভব করিয়া) মোহিনী ঠাকুরঝি? উঁহু! তবে কে? আরে কে? বারে বাঃ! কথা কয় না!

আরে! আমার লাগে না বুঝি! ছাড়বে তো ছাড়—নইলে আমি চেঁচাব।

কমল। ছ্যাঃ!

নীলিমা। ও-মা! তুমি?

কমল। আমার হাত দুখানাকে মোহিনী ঠাকুরঝির হাত বলে ভুল করাতে আমি খুব খুশী হলাম না নীল!

নীলিমা। কেন?

কমল। নয়তো কী? আমার হাতের সঙ্গে কোনও নারীর হাতের মিল আছে—এ কথা শুনলে আমার বন্ধুরা হাতাহাতি করবে যে!

নীলিমা। আহা, আমি কি অতশত ভেবে বলেছি। আমি কী করে বুঝব যে এই ভরসন্ধ্যেবেলায় তুমি বন্ধুবান্ধব ছেড়ে আমার ভাগ্যে উদয় হবে। তা কী করে জানব, বল?

কমল। ও, তা হলে বোঝা গেল, আমি আসাতে তুমি খুশী নও?

নীলিমা। কেন আমাকে এমন করে খেপাচ্ছো বল দিকিন? আচ্ছা, একটা কথার জবাব দেবে?

কমল। বল, নীল।

নীলিমা। আমাকে তুমি নীল বলে ডাক কেন? আমার নাম তো নীলিমা। তা ছাড়া নীল জিনিসের উপর তোমার এমন পক্ষপাতিত্ব কেন? প্রত্যেকটি ঘর নীল রঙ করা, আসবাবপত্র নীল, কাপড়-চোপড় সব নীল, কেন?

কমল। নীল আমি ভালবাসি। নীলের মধ্যে অনন্তের ইঙ্গিত আছে। চেয়ে দেখ আকাশও নীল, সমুদ্রও নীল। নীলের প্রতি আমার নিষ্ঠা আছে বলেই আমার স্ত্রীর নাম নীলিমা।

নীলিমা। তা হলে বল, নীল শুধু তুমি পছন্দই কর না, ভালও বাস।

কমল। কী জানি, ছেলেবেলা থেকেই নীল রঙটা আমার কেমন যেন ভাল লাগে—নীল আকাশ, নীল সাগর, নীলাম্বরী শাড়ী—সবই যেন আমার কাছে ভাল। কি কথাই না চণ্ডীদাস বলেছেন—

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর!

নীলিমা। দেখ, শেষটা যেন আমার চেয়ে নীল শাড়ীকেই বেশী ভালবেসে ফেল না!

কমল। আর যদি সেই নীল শাড়ী তুমি পরে থাক—তা হলে?

নীলিমা। উঁহু, তা হলেও নয়। কেন না, আমি বলে তো কথা নয়, নীল শাড়ী যে পরবে, তাকেই তুমি ভালবাসবে। শুধু রঙ ভালবাসার তো সেখানেই ভয়! আমার চেয়ে আমার নীল শাড়ীকেই বেশী ভালবাসবার দরকার নেই গো। সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না।

কমল। কিন্তু তোমাকে ছাড়া নীল শাড়ী আর কাউকে

যে তেমন মানায় না। এই দেখ না, আয়না তো আর মিথ্যে বলে না!

নীলিমা। (মৃদুহাস্যে) সে তুমিই জান।

কমল। দেখছ না—তোমার নীল শাড়ী, ঘরের দেয়ালে নীল রঙ, পর্দাগুলো সব নীল রঙের—এরই মধ্যে তুমি নীলপরী হয়ে বসে থাকবে আর আমি শুধু তোমাকেই ঘিরে অগাধ নীলিমার স্বপ্ন রচনা করব—সেটা কি আমার বেশী অপরাধ, নীলিমা ·

নীলিমা। কোনও কথা বলতে গেলেই তুমি এমনি বড় বড় কথা বল যে অত কথার অলিগলিতে আমি নিজেই যেন হারিয়ে যাই।

কমল। ভাবের উচ্ছ্বাস যখন প্রাণধর্মে আঘাত করে, ভাষা তখন এমনি জীবন্ত হয়ে ওঠে, নীলিমা!

নীলিমা। তাই বুঝি হবে!

কমল। দেখ নীলিমা, আমার কি মনে হয় জান? জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ধরণীতে অসহ্য পুলকের বন্যা বয়ে যাবে—নীল সাগরের তীরে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে একা, আর আমি আমার রাশিরাশি কবিতার ছন্দ গেঁথে নিয়ে তোমার অধরে ধরব, তোমার কাছে উজাড় করে ঢেলে দেব, আর সেই কবিতা তুমি নিঃশেষে পান করবে, আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখব।

নীলিমা কবিতা পান করব? ও বাবা! তার মানে

কবিতা খেতে হবে? কী রকম করে গো; চিবিয়ে না গিলে?

কমল। [নীলিমার চিবুক ধরিয়া]

তুমি যে আমার অধরের হাসি
তুমি যে আমার গান,
তুমি যে আমার মরমের বাণী
তুমি যে আমার প্রাণ!

নীলিমা। দেখ, তোমার কবিতা আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু হিংসেও হয়—মনে হয়, ও যেন আমার সতীন।

কমল। তুমি যে আমার জীবনে একটা বিরাট আবির্ভাব। তোমাকে বাদ দিয়ে আমার কবিতার যে কোনও মূল্যই নেই এটা তুমি বোঝ না কেন, নীলিমা?

নীলিমা। তুমি সত্যি বলছ? তবে আমার গা ছুঁয়ে দিব্বি করে বল—আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না?

কমল। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—দিব্বি করেই বলছি, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না—যাব না—যাব না। হল তো? কেন যে তুমি আমায় অবিশ্বাস কর জানি না।

নীলিমা। না গো না, কাল রাত্রে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। শুনবে? সে কী ভয়ানক!

কমল। কী?

নীলিমা। আমি যেন দেখছি, তুমি আমায় ছেড়ে দূরে—আরও দূরে কোথায় চলে যাচ্ছ, আমি কেবল কাঁদছি, আমার

যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, তুমি কিন্তু আমায় ফেলে কোথায় চলে গেলে—আর ফিরেও চাইলে না।

কমল। তারপর—

নীলিমা। তারপর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি, পাশে তুমি ঘুমিয়ে আছ, জোছনা এসে তোমার উপর ছড়িয়ে পড়েছে, কী সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছিল!

কমল। তাই বুঝি? জ্যোছনা বুঝি তোমার মুখে পড়ে নি?

নীলিমা। পড়ে থাকবে হয়তো।

কমল। হয়তো নয়, সত্যিই পড়েছিল। জ্যোছনা তোমার মুখে পড়ে একদম আটকে গিয়েছিল। যাই যাই করেও যেতে পারছিল না।

নীলিমা। আহা!

কমল। আহা নয়, সত্যিই তাই। পৃথিবীতে চাঁদের আলো সত্যিই কাঙাল। তাই কোনও রূপসীর রূপসুধা যদি পান করতে পায়, তা হলে আর সে কিছু চায় না। যাক গে, আমি এসেছি তোমার সঙ্গে দু-একটা জরুরী কথা বলতে।

নীলিমা। আমার সঙ্গে জরুরী কথা! কেন, নায়েব কাকা কোথায় গেল?

কমল। নায়েব কাকা যেখানে ছিলেন, সেখানেই আছেন, কিন্তু কথাটা তাঁকে নিয়ে হবে না—হবে তোমাতে আমাতে।

নীলিমা। বল।

[ভৃত্য পাঁচুর প্রবেশ]

পাঁচু। খোকা, তোমাকে ওঁরা একবার ডাকছেন।

কমল। অ্যাঁ, ওঁরা কারা ?

পাঁচু। ওই যে তোমার বন্ধুরা। যাঁরা নাচঘর আলো করে বসে থাকেন, আর দিনরাত্তির নিয়েশাল দেন।

কমল। নিয়েশালই বটে! ওরা সবাই এসে গেছে বুঝি ?

পাঁচু। হ্যাঁ।

নীলিমা। ওদের চা-টা দিয়েছ তো পাঁচুদা ?

পাঁচু। দিয়ে কি আর পার পাওয়া যায়, বউরানী! এই দিই, এই নেই, এই দিই, এই নেই। ওদিকে রাত্তির যত বেশী হয়, ততই এক একজন করে সুট সুট করে বেরিয়ে গিয়ে কেউ সিদ্ধিটা, কেউ গাঁজাটা, কেউ আফিংটে খেয়ে আসেন, তারপর রাত্রে এখানে দুধ লুচি সাঁটেন, তবে তো বাড়ি যান।

কমল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই খুব জানিস। যা এখান থেকে। ওদের গিয়ে বল্, আমি একটু ব্যস্ত আছি, পরে যাচ্ছি।

পাঁচু। আচ্ছা। তবে রাত্তিরে আবার ওদের মাঝে গিয়ে কাজ কি বাপু ? খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়। রাত্তির চারটে অবধি নিয়েশাল আর নিয়েশাল করলে শরীর থাকবে কদিন ?

কমল। জানি, জানি। যা তুই।

[পাঁচুর প্রস্থান]

নীলিমা। আচ্ছা, তোমার ওই বন্ধুদের কোন কাজকর্ম নেই?

কমল। না, প্রায় সবগুলোই বেকার।

নীলিমা। ওঁদের চলে কি করে?

কমল। ওদের আর ভাবনা কি? বাপের হোটেলে খায়, কাজেই কিছু না করলেও চলে যায়।

নীলিমা। ও!...তুমি কী বলবে, বলছিলে?

কমল। কী কথা? ও! হ্যাঁ দেখ, খোকার অন্নপ্রাশন তো পরশু। কী বলে গিয়ে, আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ভরে গেছে, নেমন্তন্নও সকলকেই করা হয়েছে, কিন্তু—

নীলিমা। কিন্তু কী?

কমল। আমার বন্ধুবান্ধবরা বলছিল কলকাতা থেকে একজন বাইজী আনাতে। মানে, গান-বাজনার দিকটা একটু কম হয়ে যাচ্ছে তো?

নীলিমা। কেন? তোমাদের থিয়েটার হবার কথা ছিল যে?

কমল। আরে রামো রামো! এখনও কাস্টিংই ভাল করে ঠিক হল না—তা অভিনয়!

নীলিমা। বেশ তো, তোমাদের থিয়েটার যখন হল না, কলকাতা থেকে থিয়েটার আনালে হয় না?

কমল। হয়। তবে তাদের নানান বায়নাক্কা—গাড়িরে, ঘোড়ারে, খাওয়ারে, দাওয়ারে। তারপর তাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি লেগেই আছে। সে আর এক জ্বালা। তাই ভোম্বল আর ক্যাবলা বলছিল যে পয়সাই যখন খরচ হচ্ছে, তখন—

নীলিমা। বেশ। আমার এতে আপত্তি করবার কী আছে বল? বাইজী এলেই যদি তোমরা সবাই সুখী হও, তা হলে আসুক বাইজী।

[এই বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই, কমল তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল]

কমল। আর একটা কথা। লক্ষ্মীটি নীল, শুধু আর একটি কথা। এস—

নীলিমা। কী বল। পিসিমা-টিসিমা কেউ এসে পড়বেন এদিকে।

কমল। ওই গানটা তো শেষ করো নি?

নীলিমা। কোন্ গানটা?

কমল। আধো আলো আধো ছায়া—

নীলিমা। আঃ, কী মুশকিল বল দিকিনি।

গান

তুমি হও বাঁশী, আমি তার সুর
তুমি হাসি আমি গান—

নীল শাড়ী

তুমি যে নয়ন, আমি তার মণি—
ভালবাসা, অভিমান!

আমি ফুলহার, তুমি যে সুরভি,
প্রেমের তুলিতে আমি রাঙা ছবি,
তুমি মোর কবি, আমি যে তোমারি,
কল্পনা কবি-জায়া।

কমল সজোরে নালিমার মাথাটাকে টানিয়া আপন বুকে রাখিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

কমলের সুসজ্জিত বাসরার কক্ষ। হাবু, গদ্দা, ক্যাবলা, ভোম্বল, কমল
মালিনী ও নীতিন।

[তাকিয়া ঠেস দিয়া বন্ধুবর্গ কথাবার্তা বলিতেছে]

ক্যাবলা। সেই যে বলেছিলাম, এবার তোরা বুঝতে পারবি—আমি কি চাল চেলেছি।

হাবু। দেখিস, যেন সব ফেসে না যায়।

ক্যাবলা। ফলেন পরিচীয়তে। নামে ক্যাবলা হলেও আমি হাবলা নই।

ভোম্বল। আরে, সেই জন্যেই তো ক্যাডাভ্যাবাস্, আমরা তোকে স্টেজ-ম্যানেজার করেছি।

গদ্দা। আচ্ছা, মালিনী কি বললে?

ক্যাবলা। ধুত্তোর—মালিনী নয় নীলিমা। নাম্বার দোয়েম্!

[সকলে সমস্বরে]

কী রকম? কী রকম?

ক্যাবলা। উল্টো করে পড়ে দেখ্ না—কী হয়!

ভোম্বল। আচ্ছা, মা-লি-নী—নীলিমা—ক্যাভাভ্যারাস্!

ক্যাবলা। ব্যস্, সেটাই তাকে ভাল করে সম্ঝে দিলাম, এই নামই তাকে চালু রাখতে হবে।

গদ্দা। তারপর, তারপর?

ক্যাবলা। আমার কথা শুনে খানিকটা গম্ভীর হয়ে রইল, তারপর হেসে বললে, এবার বুঝেছি, আর বলতে হবে না, ওই নাম নিয়ে আর এই নীল শাড়ী পরেই কাজ হাসিল করব দেখে নেবেন। 'হ্যাঁ'কে না করা আর 'না'কে হ্যাঁ করাই আমার একটা খেলা।

হাবু। আর কি বললে?

ক্যাবলা। আর বেশ জোরেই বলল, আমার অভিনয় দেখে আপনারাই তারিফ না করে থাকতে পারবেন না। বাধা বিপত্তি ঝঞ্ঝা ভ্রূকুটির সঙ্গে খেলা করাই তো জীবনের আনন্দ!

গদ্দা। আচ্ছা, এই অন্নপ্রাশনে কী আন্দাজ খরচ হচ্ছে মনে হয়?

ভোম্বল। তা অনেক কিছু, ক্যাডাভ্যারাস্—বর্বরস্য ধনক্ষয়ম্।

ক্যাবলা। ওসবে ছাই আমাদের দরকার কি? লাগে টাকা দেবে গৌরি স্যান।

ভোম্বল। যা বলেছ ক্যাডাভ্যারাস্—বেয়ারিং পোষ্টে আমাদের ফুর্তি চললেই হল।

গদ্দা। এদিকে গরীবরা খেতে পায় না, ওদিকে হাতী ঘোড়া সব মণ্ডামতিচুর খাচ্ছে।

হাবু। তা বটে! মতিটা একেবারে চুর না হলে কি এমনটা হয়? এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই।

ভোম্বল। চাদ্দিকে কেবল হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার—দীয়তাং ভুজ্যতাং—একেবারে ক্যাডাভ্যারাস্।

হাবু। আর তা ছাড়া, এই সাত দিন ধরে নাচ গান, সিনেমা, হৈ-হুল্লোড়, আরও কত কি।

ক্যাবলা। সে তো ভাই জানি, আমিই তো সব বায়না করেছি।

গদ্দা। তার দরুন বেশ একটা মোটা রকমের দালালী—

ক্যাবলা। [ঠোঁটে আঙুল দিয়া] এই চুপ! দেয়ালের কান আছে! তোদেরও তো কিছু দিয়েছি, তবে আর কেন?

ভোম্বল। [সদীর্ঘ নিঃশ্বাসে] আজ ক্যাডাভ্যারাস্, উৎসবের শেষ দিন কিন্তু। Night before Waterloo

ক্যাবলা। [জিভ কাটিয়া] ষাট—শেষ দিন হতে যাবে কেন? বরং আজ থেকেই খাঁটি উৎসবের গোড়াপত্তন।

হাবু। কি রকম?

ক্যাবলা। এই কিছুটা পরেই বুঝতে পারবি।

ভোম্বল। বলিস কি রে ক্যাডাভ্যারাস—তোর খুরে খুরে ডবল সেলাম।

ক্যাবলা। আগে দেখ্ আমার কেরামতিটা, তারপর গুনে গুনে একশ একটা সেলাম করতে হবে।

হাবু। বলিস কিরে?

ক্যাবলা। ঠিকই বলছি। কাল লক্ষ্য করিস নি? মলিনার নাচগানের ফাঁকে ফাঁকে সমান তালে চলছে কমলের সঙ্গে চোখে চোখে কোলাকুলি আর ছ্যাখন-হাসির দোকানদারি?

গদ্দা। তা আর দেখি নি চাঁদ? সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

হাবু। এতে শিবেরই ধ্যান ভঙ্গ হয়—তো কমলস্য কা কথা। ফুঃ।

ভোম্বল। আমি কিন্তু তখনই আঁচ করেছিলাম ক্যাডাভ্যারাস্—এটা তোরই কারসাজি।

গদ্দা। আচ্ছা, কাল কমল তোর কানে কানে কি কথা বলছিল র‍্যা ক্যাবলা?

ক্যাবলা। আচ্ছা বলছি শোন্। ঠিক কমলের ভাষায়

বলছি, দেখিস যেন হার্টফেল করিস নে—"এমন কিন্নর কণ্ঠের পাগল করা সঙ্গীত, আর এমন চটুল চরণের চঞ্চল নৃত্যের মাঝে যদি আমার মৃত্যুও হয়, সে মরণ স্বরগ সমান।"

[তিনজন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিতেছিল]

গদ্দা। তা হলে টোপ খেয়েছে বল্?

হাবু। [কোমরে হাত দিয়া নাচিয়া ক্যাবলার থুতনি ধরিয়া গান শুরু করিল]

কত কুদরত জানো বঁধু,
কত কুদরত জানো—
আর মাঝ দরিয়ায় ফেল্যা জাল
ড্যাঙ্গায় বইস্যা টানো—
বঁধু, ড্যাঙ্গায় বইস্যা টানো।

ক্যাবলা। [সুর করিয়া] রাই ধৈর্য্যং—রহু ধৈর্য্যং—

গদ্দা। [সুর করিয়া] ধৈর্য যে আর মানে না বঁধু—

[সুসজ্জিত অবস্থায় কমলের প্রবেশ]

হাবু। তোর এত দেরি হল যে?

ক্যাবলা। অর্ধাঙ্গ বুঝি এতক্ষণ অবশ হয়ে ছিল?

কমল। হ্যাঁ। তা আজ কি রিয়েরস্যাল হবে?

হাবু। গুলী মার! ওদিককার কি হল, তাই বল্।

কমল। কোন্ দিককার?

ভোম্বল। ক্যাডাভ্যারাস্। বাইজীর। আবার কার?

কমল। হ্যাঁ, তা আমি কী করব? বাইজী কি আসছে নাকি?

ক্যাবলা। নাকি মানে? এসে গেছে।

কমল। সে কি! কোথায় সে?

ক্যাবলা। ধীরে, রজনী ধীরে। এ যে মেওয়া বাবা, সবুরে ফলবে।

কমল। কিন্তু, আমি একবার জানলাম না শুনলাম না, কে গেল কলকাতায়, কে এল—কিছুই বুঝলাম না, বাইজী এসে গেল? কে নিয়ে এল বাইজীকে?

ভোম্বল। ক্যাবলা ক্যাডাভারাস্ ছাড়া আবার কে?

[কমল ভাবিতে লাগিল]

হাবু। ভেবে আর কী হবে চাঁদ? ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

কমল। না, আমি তা বলছি না। আমি বলছি পরশু তো অন্নপ্রাশন, আজই বাইজীকে সিন্দুকজাত করলি কেন?

হাবু। বাঃ, আগে থেকে তার ঘরোয়ানা জেনে নিতে হবে না? আগে থেকে প্রোগ্রাম fix up করতে হবে না?

কমল। এত আগে?

ভোম্বল। বেলা দশটায় পূজো হবে—সকাল ছটায় ফুল তুলিস কেন? ক্যাডাভারাস্ কোথাকার!

ক্যাবলা। যাক্‌গে। এখন পাশের ঘরে একবার চল্। চাতকীর মত বসে আছে যে।

কমল। কে?

হাবু। আবার কে? আহা-হা! কী রূপ! সব চাইতে মজা কি জানিস? মেয়েটার পরনে মাইরী নীল শাড়ী—

কমল। যাঃ।

হাবু। মাইরি বলছি। যেমন রূপ তার তেমনি গুণ। আবার নাম কি জানিস তো?

কমল। না। কী করে জানব?

ক্যাবলা। ওরও নাম নীলিমা।

কমল। আবার নীলিমা! আরও নীলিমা? কে জানে এই নীল ভাল লাগার অপরাধে শেষকালে আমায় নীলকণ্ঠ হতে হবে কিনা

ক্যাবলা। কী বলছিস রে?

কমল। (হেসে) না, বলছি নামটা ঠিক শুনেছিস তো? নীলিমা না কালিমা?

ক্যাবলা। না না বাবা, কালিমা তারামা ও-সব কিস্সু নয়। একেবারে যাকে বলে খাঁটি নীলিমা।

কমল। খাঁটি?

হাবু। নির্জলা খাঁটি। দেখছিস না, দেখে অবধি ভুল বকছি। নে, চল্।

কমল। চল্।

[সকলে অগ্রসর হইবে এমন সময় নীতিনের প্রবেশ]

নীতিন। বাঃ, বেশ নরক গুল্‌জার দেখছি। তারপর কমল, তুমি আজকাল যা করছ, তার খবর সব রাখি। তবে এই—

কমল। না নীতিনদা, আমার একটা নাটিকার মহলা চলছিল কিনা, তাই—

নীতিন। তাই নিজের পরকাল খাওয়া হচ্ছে, কেমন ?

কমল। তুমি ছাড়া পেলে কখন, নীতিনদা ?

ক্যাবলা। ওরে বাবারে, কী সে প্রশেসন—স্বাধীনতা সংগ্রামে নীতিনদা ঝাঁপিয়ে পড়ল—আর তার পেছনে কত হাজার হাজার লোক—এমন সময় বিশ বাইশ জন পুলিসের লাঠিচার্জ।

গদ্দা। তার ফলেই তো শ্রীঘর-বাস।

ভোম্বল। আচ্ছা নীতিনদা, ক'বছর তোমার জেল হয়েছিল ?

[তাহারা যখন কথা বলিতেছিল, নীতিন তাহাদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল এবং কোনও উত্তর না দিয়া]

নীতিন। কমল, শুনলাম তোমার বাবা মারা গিয়েছেন, তাই একবার তোমায় দেখতে এলাম।

কমল। [সঙ্কুচিত হইয়া] হ্যাঁ নীতিনদা, আমার বিয়ের কিছু পরেই হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন।

নীতিন। তুমি আগে কবিতা লিখতে, দেশের সম্বন্ধে কত বড় বড় কথা বলতে, সে সবে বুঝি এখন ইস্তফা দিয়েছ ?

ক্যাবলা। হ্যাঁ এখনও কবিতা লেখে বটে, তবে কার উদ্দেশ্যে সেটা কমলকেই জিজ্ঞেস করে দেখ। আর বেশ বড় বড় কথা বলে, [মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে] তবে তোমার দেশের সম্বন্ধে নয়।

নীতিন। তোমাদের তো কোনও কথা জিজ্ঞেস করি নি।

[পরস্পর সকলে ইঙ্গিত করিয়া চুপ]

তারপর কমল, তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছুই আশা করেছিলাম—এখন দেখছি সব ভুয়ো। নবগ্রহ তোমায় বেশ পাকাপাকিই বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। পার তো এই সব স্তাবকের মোহ ছেড়ে দাও। পয়সা থাকলেই যে অপব্যয় করতে হবে, বুদ্ধি বিবেচনা সে কথা বলে না—

ক্যাবলা। বড়লোকের ছেলে—না হয় একটা সখের থিয়েটারই করল, তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে, নীতিনদা ?

নীতিন। তোমরা তো বলবেই সে কথা। দেশের লোক খেতে পায় না—জেল খাটছে—ফাঁসি যাচ্ছে—আর তোমরা সখের থিয়েটার নিয়ে মেতে আছ। বলতে লজ্জা করে না ? এত অমানুষের দলে দেশ ছেয়ে গেছে তার পরেও আর সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি ? তোমরা সব মানুষ হও—এই তো আমি চাই। তা হলে এখন আসি কমল, আর একদিন আসা যাবে।

কমল। তাই এস নীতিনদা। তোমার এই সব কথা শুনলে মনে হয়, দেশে এখনও সত্যিকার মানুষ আছে। তোমার দৃষ্টান্ত আজ—

নীতিন। ওই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে কোনও কাজ হবে না, কমল! এস সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করে যাই—তারপর ফলাফল ওই ওপরওয়ালার হাত।

[প্রস্থান]

ভোম্বল। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান। ক্যাডাভারাস!

কমল। না ভাই, নীতিনদাকে দেখলে আমার ভয় করে। কত বড় পণ্ডিত, কত বড় বিদ্বান। নিজের জন্যে তো উনি কিছু চান না। পরের ভাল করতেই ব্যস্ত।

হাবু। আর আমরা বুঝি পরের মন্দ করতে ব্যস্ত?

কমল। না না, আমি তা বলছি না, তবে—

ক্যাবলা। বকাস নি, চল্।

কমল। কোথায়?

ভোম্বল। কাঁকুড়গাছি। ক্যাডাভারাস্ কোথাকার। ওঘরে যে নীলিমার চোখের জলে বেহ্মপুত্তুর বয়ে গেল।

কমল। ও! হ্যাঁ, কিন্তু বউরাণীকে একবার—

ক্যাবলা। তুই জীবনে ঘেন্না ধরালি মাইরি। তোকে কি আমি যুদ্ধে যেতে বলছি। যাবি তো নীলিমার কাছে।

কমল। হ্যাঁ, চল্।

[পাঁচুর প্রবেশ]

হাবু। এই দেখ! পেঁচো আবার কী বলে! যত অযাত্রা! কী র‍্যা?

পাঁচু। খোকা, বউরাণী তোমাকে একবার ডাকতিছে।

ক্যাবলা। বউরাণীকে বলে দিগে যা—এখন নয়, একটু পরে যাচ্ছে। এখন আমরা মন্দিরে যাচ্ছি, মন্দিরে—ঠাকুর পেন্নাম করতে।

পাঁচু। কোন্ মন্দিরে?

ভোম্বল। তোর কাছে সব ফিরিস্তি দাখিল করে যেতে হবে নাকি? ক্যাডাভারাস কোথাকার। তুই কি আমাদের গার্জেন? যা বাড়ির ভেতর। খো-কা! ওর চোদ্দপুরুষের খোকা!

পাঁচু। গালাগালি দিও না বলছি। পা চাটার দল কোথাকার।

সকলে। কী? কী বললি রে পেঁচো?

কমল। আঃ! কী গোলমাল করছ। পাঁচুদা, তুমি গিয়ে বউরাণীকে বল, আমি যাচ্ছি আধঘণ্টার মধ্যে।

[পাঁচু চলিয়া গেল]

কমল। চল।

[সবাই মিলিয়া অগ্রসর হইল]

তৃতীয় দৃশ্য

[গোপন কক্ষ। সকলে সদলবলে প্রবেশ করিল। কমল ঘরের পরিবর্তন দেখিয়া অবাক হইল]

কমল। হাবু!

হাবু। ভাই!

কমল। এ ঘরটার সব নীল হয়ে গেল কেমন করে এবং কবে থেকে?

হাবু। হয়েছে আজই সকাল থেকে এবং ও আসবার পর।

কমল। কেন?

ক্যাবলা। তুই মাঝে মাঝে এমন এক একটা "ক্যানো" ছাড়িস্ যে হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকে যায়। কেন আবার? যিনি এ ঘরে একদিন থাকবেন, তাঁর রুচি, তাঁর পছন্দ।

কমল। কে থাকবেন এ ঘরে?

ভোম্বল। পদীর পিসি থাকবে। ক্যাডাভারাস্ কোথাকার।

কমল। না না, আমি জানি না, তাই বলছি।

হাবু। এতক্ষণ ধরে তবে শুনলি কী? এ ঘরে থাকবেন নীলিমা দেবী—যিনি সম্প্রতি আমাদের কেতাথ্থ করতে এয়েছেন।

কমল। ও! তিনিও নীল ভালবাসেন নাকি?

ক্যাবলা। না কি মানে? তাঁর নামই তো নীলিমা।

কমল। ও হ্যাঁ!

[নেপথ্যে নীলিমা]

হাবুদা!

হাবু। আহা, কী সুর! যেন দশটা কোকিল পুড়িয়ে খেয়েছে! যাইগো।

[দৌড়াইয়া ভিতরে গেল। সবাই চুপচাপ। হঠাৎ ভোম্বল বলিয়া উঠিল]

ভোম্বল। এ শালা মানুষ নয়—ক্যাডাভারাস্।

কমল। কে?

ভোম্বল। এই নীলিমার কথা বলছি। আজ সকালে হাত দিয়ে আমার হাতটা একটু ছুঁয়েছিল—সেই জায়গাটা এখনো চিনচিন করছে।

[নেপথ্য হইতে হাবুর বলিতে বলিতে প্রবেশ]

এই ত্যাখো! এতে লজ্জার কী আছে ভাই? কমল তো আমাদেরই মত মানুষ! তোমারি মত কবি, তোমারি মত নীল ভালবাসে। তবে তোমার নাম নীলিমা, ওর নাম নীলাম্বর নয়, ওর নাম হল কমল। এসো।

[দরজার পর্দা সরিয়া গেল। আগে ঢুকিল হাবু, তারপর নীলিমা। রূপে আর অলংকারে ঝলমল করিতেছে। বন্ধুরা উঠিয়া দাঁড়াইল। নীলিমা ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল কমলের কাছে। পিছন হইতে ভোম্বল বলিল]

ভোম্বল। এই কমল। [খুব আস্তে] ক্যাডাভারাস্।

[নীলিমা ধীরে ধীরে হাত দুইটি যোড় করিয়া বলিল]

নীলিমা। নমস্কার।

[দুজনের দৃষ্টি দুজনের মুখে। মুগ্ধ বিস্ময়ে কমল তাকাইয়া আছে নীলিমার মুখের দিকে]

কমল। তুমি—আপনি—এখানে—

নীলিমা। একবার তুমি বলে আবার আপনি? আপনি বলে আর দূরে ঠেলে দেবেন না।

[কমল তবুও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া নীলিমা আবার বলিল]

নীলিমা। আসুন, গান শুনবেন না?

গদ্দা। শুনবেন বইকি! নিশ্চয়ই শুনবেন, তবে সেঁইয়া মেইয়া ছাড়া—

হাবু। আর বেশ চুটকি তালের—দেখো ভাই তালগুলো যেন একটা বোম্বায়ে, একটা মাদ্রাজে, আর একটা ম্যাডাঘ্যাস্কারে না পড়ে—বাপস্—

ভোম্বল। যা বলেছিস ক্যাডাভারাস্।

[ধীরপদে নীলিমা কমলের হাত দুটি ধরিয়া লইয়া গিয়া হারমোনিয়ামের কাছে বসিল। তারপর লাজ-রক্ত হাসি হাসিয়া বেলোতে হাত দিল]

কথা নয় ওগো কথা নয়
আঁখিতে আঁখিতে অলস-বিভোল
ভাষাহীন পরিচয়।
কথা নয়, কথা নয়।

কমল। তুমি যেন স্থির বিদ্যুৎ।

[ক্যাবলা হঠাৎ উঠিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া]

ক্যাবলা। এখন শুধু action, quick tempo আর close up।

[নীলিমার গান]

আঁখি তুলি শুধু মোর পানে চাও
আন্ কথা আজ সব ভুলে যাও
মরম নিঙাড়ি' দাও ঢেলে দাও
সঙ্গীত প্রাণময়!
নব অনুরাগে অন্তর কোণে
পিয়াসী মনের আশা
চকিত চমকে উঠিল ফুটিয়া
বুকভরা ভালবাসা!
জেগে ওঠে তবু কোন মরমিয়া
কেঁদে মরে তাই বিরহীর হিয়া,
প্রাণে প্রাণে আর চোখে চোখে শুধু
হৃদয়ের বিনিময়।
কথা নয়, কথা নয়।

[গান শেষ হইল। কমলের তখনও ঘোর কাটে নাই। সে তখনও চাহিয়া আছে নীলিমার মুখের দিকে—অপলক···অবিশ্রান্ত···মুগ্ধ-বিস্ময়ে···]

চতুর্থ দৃশ্য

[নীলিমা, কাদম্বিনী, সদানন্দ (নায়েব মশাই) মোহিনী ও নীতিন]

নীলিমা। এ কি হল, কাকাবাবু ?

কাদু। আমি তো আগেই বলেছিলাম, বৌমা, ঐ সব আঁটকুড়ে ব্যাটাদের বাড়ীতে ঢুকতে দিও না—

নীলিমা। আমি কি আর করব, পিসীমা! তিনি বললেও শুনতে চান না!

কাদু। আমাকে তোরা বাপু কাশীতে পাঠিয়ে দে—আর আমি এখানে থাকব না।

নীলিমা। আমি যতবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি, বেয়ারার মুখে জবাব পেয়েছি তাঁর নাকি অবসর নেই—আমার কি হল, কাকাবাবু।

মোহিনী। হবে আর কি ? চোখের মাথা খেয়ে বসে থাকলে যা হয়! নিজের গোয়ালের গরু শক্ত করে বাঁধতে পার নি ?

সদানন্দ। ওই সব বয়াটের পল্লায় পড়ে আমার খোকাবাবু শেষটা যে এমন হয়ে যাবে তা আমি ভাবতেও পারি নি।

কাদু। আমিও পারি নি, নায়েবদা।

নীলিমা। ওদের কারুর কোনও দোষ নেই কাকাবাবু, সব দোষ আমার অদৃষ্টের!

মোহিনী। ঐ হতচ্ছাড়াদের দোষ নয় তো কার? মর্, মর্ মিন্সে।

নীলিমা। দোষ তাদের নয় ঠাকুরঝি, দোষ তার—যে জেনেশুনে ঐ আগুনে হাত দেয়।

কানু। যেমন করেই হোক, তুমি এর একটা বিহিত কর, নায়েবদা।

সদানন্দ। আমি কি করব দিদিমণি! আমি কতবার আমার খোকাবাবুর হাত ধরে বললাম—কত হাজার হাজার টাকা জলের মত খরচ হয়ে যাচ্ছে, এমনটি করলে দুদিন পরে সবাইকে যে পথে বসতে হবে।

নীলিমা। তাতে তিনি কি বললেন, কাকাবাবু?

মোহিনী। সেটা তুমি নাই বা শুনলে, বৌদি। সব কথাও শুনতে হবে আবার চোখের জলে গামলা বোঝাই করবে—সেটা আমি সইতে পারব না বাপু।

নীলিমা। তুমি একটু চুপ কর, ভাই। আমায় একবারটি শুনতে দাও, তিনি কি বললেন।

মোহিনী। তাই শোন আর বসে বসে অদৃষ্টের দোষ দাও। আচ্ছা বেশ, এই চুপ করলাম।

নীলিমা। তারপর তিনি কি বললেন, কাকাবাবু?

সদানন্দ। [সদীর্ঘ নিঃশ্বাসে] বলবে আর কি মা, আমার হিতোপদেশ শোনবার নাকি তার সময় নেই।

নীলিমা। আর কি বললেন?

সদানন্দ। আর বললে—সিন্দুক ভরা টাকা মরবার সময় কি আমার সঙ্গে দেবেন? টাকা যদি ভোগেই না এল, তা হলে থাকা আর না থাকা দুইই সমান।

মোহিনী। এবার শোনা হল তো? আর কি নাও, এখন বসে বসে কাঁদ। কথা বলব না মনে করি ছাই, কিন্তু তোমরাও কথা না বলিয়ে ছাড়বে না।

সদানন্দ। আর একটা কথা আছে, বৌমা।

নীলিমা। এর পরেও আর কি কথা থাকবে, কাকাবাবু?

সদানন্দ। [সদীর্ঘ নিঃশ্বাসে] ঐ ক্যাবলা বলে একটা বখাটে ছোঁড়া এখানে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই পড়ে থাকে। সে আমায় ঠাট্টা করে বলছিল তোমার খোকাবাবু এবার যে কলকাতায় চললো—তোমার দাবার চাল দিয়ে তার যাওয়াটা একবার বন্ধ করে দাও তো দেখি, তাহলে বুঝব কেমন তোমার মুন্সিয়ানা।

নীলিমা। আর কি বললে?

সদানন্দ। ওদের তো গুরুলঘু জ্ঞান নেই মা। বাবু আবার ঠাট্টা করে বললেন, বেন্দাবন অন্ধকার করে আমরাও তার সঙ্গে চলে যাচ্ছি।

মোহিনী। পায়ে জুতো ছিল না কাকাবাবু? পটাপট্ তার গালে বসিয়ে দিলেন না কেন? এবার নাও বউদি, ঘরে খিল দিয়ে বেশ ঘটা করে কাঁদতে বস।

কানু। তুই একটু চুপ কর্ বাছা—একটু চুপ কর্, আর জ্বালাস নে।

নীলিমা। ওদের কাউকে দুষব না—সব আমার কপালের দোষ।

মোহিনী। তোমার কেবল ঐ একই কথা। জান বউদি, ঐ হতভাগা মিন্সে, ঐ ক্যাবলা না কে—এই কাজের সময় পুকুর থেকে জল আনছিলাম, ঐ ছোঁড়া আমায় না দেখে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে কি বললে জান ?

[নীলিমা ও আর সকলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল]

হিন্দী বাত কইল—কিরে মানস মোহিনী, পানিয়া ভরণে কাঁহা যাতী হো ? যেই না বলা, আমিও সটান একটা চাঁই তুলে নিয়ে বললাম, তবে রে হতভাগা মিন্সে, তোর ঘরে কি মা বোন নেই ? আর অমনি দে ছুট—যত সব হাড়-হাবাতের দল, ওদের কপালে আগুনও লাগে না ছাই ! মর্ মর্ মিন্সে।

[মোহিনীর প্রস্থান]

নীলিমা। ওর মনটা বড় ভাল পিসীমা, ওর মনে যখন কোন দুঃখ হয়, ঐ সব আবোলতাবোল বলেই মনের ঝাল মিটিয়ে নেয়।

[নেপথ্য হইতে নীতিন : পিসীমা, বলি পিসীমা বাড়িতে আছ ? বলিতে বলিতে নীতিনের প্রবেশ]

সদানন্দ। আরে নীতিনবাবু যে, আসুন আসুন।

[নীলিমা ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল]

নীতিন। বাবুটাবু আর হতে পারলাম কই, নায়েব মশাই ?

কাহু। ক'দিন যে তোমায় দেখি নি বাবা, একটু থির হয়ে বস।

নীতিন। থির হয়ে বসার ভাগ্য এবার করে আসি নি পিসীমা। ও পাড়ায় আবার একটা টিউবওয়েল বসাতে হবে কি না। তারপর পিসীমা, একটা জরুরী কথা বলতে এলাম।

কাহু। বউমা, নীতিনকে প্রণাম কর।

[নীলিমা প্রণাম করিতেই]

নীতিন। থাক ভাই থাক, হয়েছে। মানুষ মানুষকে প্রণাম করবে কি ?

সদানন্দ। লোকে বলে নীতিনের মা রত্নগর্ভা। এরকম হীরের টুকরো ছেলে আর হয় না।

কাহু। হ্যাঁরে নীতিন, তুই কি এমনি চিরদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াবি, না বিয়ে-থা করবি ?

নীতিন। আমার তো জেলখানাই শ্বশুরবাড়ি, আবার বিয়ে কি ? ওসব এখন থাক। ভালোই হল—তুমি, নায়েব মশাই আর মা লক্ষ্মী, সবাইকে এক সঙ্গেই পেলাম। কমলের সম্বন্ধে আমি বড় হতাশ হয়েছি পিসীমা।

কাহু। তোমার আসার আগে ঐ সব কথাই হচ্ছিল বাবা।

নীতিন। আমি প্রায় চার বছর আগে কমলের মধ্যে অনেক সদগুণের পরিচয় পেয়েছিলাম। এবার এসে দেখি, সে কমল আর নেই!

[নীলিমার চাবি-সমেত আঁচল ঝনাৎ করিয়া পড়িল]

কাহু। [সোদ্বেগে] বলিস কি নীতিন?

নীতিন। আর কি বলব, পিসীমা? কতকগুলো ভ্যাগাবণ্ড জুটে তার মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে—আর সেও এমনি দুর্বলচিত্ত যে তাদের মোহ কাটিয়ে উঠতে চায় না।

[সদানন্দ নীতিনকে নিরস্ত হইবার ইঙ্গিত করিল]

না না নায়েব মশাই, এসব চুপ করে যাবার কথা নয়। আর মা লক্ষ্মী, তুমি মহাশক্তির অংশ নিয়ে জন্মেছ, অত দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়লে চলবে না।

নীলিমা। আমি কি করব বলে দিন। আমার যে সব হারিয়ে যেতে বসেছে।

সদানন্দ। কিছু হারিয়ে যায় নি মা! আমি আশীর্বাদ করছি, আবার সব ফিরে পাবে।

কাহু। এই সব দেখাবার জন্যেই এ্যাদ্দিন যম আমায় ভুলে আছে।

নীতিন। কাঁদবার অনেক সময় পাবে পিসীমা, এখন যা করা উচিত তাই কর।

কাহু। কী যে করব কিছুই বুঝে উঠতে পারি না বাবা।

নীলিমা। আমিও পারি না। বলে দিন, আমায় কি করতে হবে ?

নীতিন। সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে বোন। শুধু মনে রেখ, নির্জীব হয়ে বসে থাকলে কোন ফল হবে না।

[পিসীমার প্রতি]

যাই পিসীমা, অনেক বেলা হয়ে গেল।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[ক্যাবলা, ভোম্বল, হাবু প্রভৃতি বসিয়া। ক্যাবলা মদের গ্লাস প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত। গেলাসগুলিকে সাজাইয়া রাখিতেছে আর গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছে]

ক্যাবলা। আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি
আমি যোগিনী হইয়া যাব সেই দেশে—

ব্যস্, complete ! এখন বাবুরা এসে পড়লেই ছেরাদ্দ start হয়ে যায়।

ভোম্বল। ছেরাদ্দ কী রে ক্যাডাভারাস্ ? উৎসব বল্।

হাবু। উৎসব গোড়ার দিকে দুচারদিন ছিল ভোমলা, এখন যা চলছে—তা পরিষ্কার ছেরাদ্দ। সোজা কথা নয়, অন্নপ্রাশনের জের চলছে আজ দশদিন, এর মধ্যে অনেকের অন্নপ্রাশনের ভাত অবধি উঠে গেল।

[গদ্দার প্রবেশ]

ভোম্বল। এস, গদা এস, গদি এস, গাদন এস— ক্যাডাভারাস্। দিন সাতেক কোথায় কেটে পড়েছিলি ?

গদ্দা। মামার বাড়ি। মামার খুব অসুখ, তাই একবার দেখে এলাম।

হাবু। ও! সেই বৃষদহে বুঝি !

গদ্দা। আরে ধেৎ! বৃষদহ কে বললে ? এঁড়েদহ।

হাবু। ওই একই কথা। এঁড়েই বড় হয়ে বৃষ হয়।

ভোম্বল। কী নামরে বাবা। শুনলেই ভেদবমি হয়! ক্যাডাভারাস্।

ক্যাবলা। তোর আপন মামা ?

গদ্দা। হ্যাঁ!

হাবু। কী রকম বে-আক্কেলে মামারে তোর। অসুখ বাধাবার সময় পেলে না ? মামা হল আমার মামা। খবর দিলে না—পত্তরও দিলে না—ভোরবেলা উঠে বললে আজ আমার শরীর ভাল নেই। এই বলে মামা দুবার মা-মা বলল। Finished! আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন মামী তো হবিষ্যি করছে।

ভোম্বল। একটা গোটা মানুষ। ক্যাডাভারাস্! নে খা।

গদ্দা। এ আবার কবে শুরু হল রে ?

হাবু। তবে কিচ্ছু ভাবিস নি গদি। তুই শুধু দয়া করে

বেঁচে থাক আর আমার মুখের দিকে চেয়ে থাক। আরও বহুৎ খেল দেখিয়ে দেব।

ক্যাবলা। বাংলায় যাকে বলে অবদান।

গদ্দা। কমল খাচ্ছে ?

হাবু। খাচ্ছে মানে ? হাবুডুবু খাচ্ছে। সাদা জল ছেড়েই দিলে।

গদ্দা। বাইজী কায়েম ?

ক্যাবলা। আলবত। এক নৌকোয় তুজনকে চাপিয়েছি—এখন 'বদর বদর' বলে ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচি।

উজান বাইয়া যাওরে, মাঝি
উজান বাইয়া যাও !

ভোম্বল। কী রে, সেই ক্যাডাভারাস্ গানটা—'তোমার নয়নে আমার নয়ন'—যেন কী করেছিল ?

হাবু। হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছিল—নে, খা।

গদ্দা। কিন্তু কাজটা কি ভাল হচ্ছে ভাই ? ঘরে সতীলক্ষ্মী স্ত্রী। কমলকে যদি আমরা নীলিমার সঙ্গে পাচার করে দিই, তবে তার নিঃশ্বেস পড়বে না ?

হাবু। পাচার না করলে আমাদের যে নিঃশ্বেস পড়বে গাদন, তার কী ? বলি, আমাদেরও বাচতে হবে তো ? বাপ রেখে গেছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা তার সঙ্গে আবার এসে জুটলো ডার্বি—

গদ্দা। জুতো ?

হাবু। জুতো নয়, জুয়ো—লটারী—বাইশ লাখ! যত তেল সব তেলা মাথায়! একটা ছেলের অন্নপ্রাশনে যা গেল, তা ও টেরও পাবে না। কাজেই এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে রোজ অন্নপ্রাশন লেগে থাকে। অবিশ্যি এ অবধি যা ঘটেছে, সবটাই ক্যাবলার কেরামতি।

গদ্দা। ক্যাবোল্! কী করে করলি ভাই?

[সুসজ্জিত অবস্থায় কমলের প্রবেশ]

এই যে, বেড়ে কার্তিকের মত দেখাচ্ছে তো মাইরি!

হাবু। বলি ময়ূরটা কোন মধুবনে ছেড়ে এলি?

ভোম্বল! ক্যাডাভারাস্।

[কমল প্রত্যেকের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া চাহিতে লাগিল—এমন সময় অদূরে পিউকাঁহা পাখী ডাকিয়া উঠিল]

ক্যাবলা। ওই দেখ, তুই আসতেই পাখীটাও পিউ কাঁহা বলে ফুকরে উঠল!

কমল। ওই পাখীটার ভাষা কখনও পাঠ করে দেখেছিস?

হাবু। উহু। নাঃ, সে সৌভাগ্য হয় নি।

কমল। আমার মনটাও যেন আজ পিয়া কই, পিয়া কই বলে কেঁদে উঠছে—পাখীটাও বুঝি আমার মনের কথা টের পেয়েছে—

[সকলের চাপা ইঙ্গিত]

হাবু। শুধু পাখীটা কেন, আমরাও পেয়েছি।

ক্যাবলা। [ইঙ্গিতে সকলকে নিরস্ত করিয়া] যাক্, এখন আমি যাই—নীলিমাকে নিয়ে আসি।

কমল। [ইতস্ততঃ করিয়া] একটু থাম—একটু পরে।

ক্যাবলা। ওরে গদ্দা, নীলিমা আজ কি বলছিল, জানিস্ ?

গদ্দা। আমার সম্বন্ধে কিছু ?

ক্যাবলা। সে বলছিল—আজ তার শেষদিন। সে আমাদের কবিকে দুটো গান শুনিয়ে চলে যাবে। কবিকে না কি তার খুব ভাল লেগেছে—বলতেই তার চোখ দুটো যেন ছলছল করে উঠল।

[নীতিনের প্রবেশ]

নীতিন। শকুন যতই ওপরে উঠুক না কেন, তার নজর থাকে ওই ভাগাড়ে।

কমল। [সচকিত কণ্ঠে] এস নীতিনদা।

[কমল শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। বন্ধুবর্গ সন্ত্রস্তভাবে বোতল গেলাস লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল]

নীতিন। এসব কি হচ্ছে, কমল ?

হাবু। একটু গান-বাজনা—

ভোম্বল। খোকার অন্নপ্রাশন—তাই একটু ক্যাডাভারাস্।

নীতিন। [ক্রোধের সঙ্গে] আর ওটা কি ?

[মদের বোতল দেখাইল]

গদ্দা। একটু Black and White !

নীতিন। অর্থাৎ মুখে চুন-কালি! দেখ কমল, এসব আগে জানলে তোমার নেমন্তন্নে কক্ষনো আসতাম না।

কমল। নীতিনদা, আমার কোনও দোষ নেই—এইসব হাবু, গদ্দারা—

নীতিন। জানি, জানি। কিন্তু তোমার বুদ্ধিবৃত্তি ওদের কাছে পত্তনি দেবে কেন ?

কমল। আমি কি করব নীতিনদা, আমায় জোর করে এরাই সব টেনে আনলে।

নীতিন। আর তুমিও স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে ? চমৎকার ! আমি আবার বলে যাচ্ছি কমল, [ঘৃণার সঙ্গে] এদের সব এক্ষুণি তাড়িয়ে দাও—নইলে আমি আর তোমার মুখদর্শন করব না।

[ঝড়ের বেগে নীতিনের প্রস্থান]

হাবু। রেখব পঞ্চম বর্জিত বিশুদ্ধ মালকোষ গেয়ে গেল যে বাবা।

কমল। আমি কী করি ? কী করি—তোরা বলে দেত ভাই ! একদিকে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, সংসার কর্তব্য—অন্যদিকে আমার কাব্য, আমার শিল্প, আমার রসবোধ—আমার—

[নেপথ্যে নীলিমা : আসতে পারি ?]

ভোম্বল। [চাপা গলায়] হায় হায়, ক্যাডাভারাস্ কী জায়গায় entrance দিলে, দেখলি ?

[নীলিমা প্রবেশ করিল। তার পরনে নীলশাড়ি]

কমল। আসুন।

নীলিমা। আটদিন ধরে এস বলে পুরস্কার দিয়ে আজ শেষদিনে হঠাৎ এই "আসুন"-এর শক্তিশেল কেন ?

হাবু। চ্ছা—চ্ছা—

কমল। বেশ, আর আপনি বলব না। তুমিই বলব তোমাকে।

[গদ্দা ইতিমধ্যে প্রত্যেকের একটি পাত্র ready করিল। নীলিমা একটি গেলাস তুলিয়া কমলকে দিল]

নীলিমা। নিন্—

কমল। দাও। সুরা তো সামান্য কথা, তুমি যদি পাত্র ভরে মৃত্যু দাও, তাও আমি নিঃসঙ্কোচে পান করব দেবী।

ভোম্বল। হায় হায়রে! কথা দেখেছ ক্যাডাভারাসের ? তুমি এক পাত্র খাবে না ভাই ?

নীলিমা। না।

হাবু। কেন ভাই ?

নীলিমা। ও আগুন পেটে পড়লে ওঁকে তো আর গান শোনাতে পারব না।

কমল। না, তবে এ আগুন তোমার খেয়ে কাজ নেই। তুমি গান গাও। গানের ঝরনাধারায় ধুয়ে যাক্ জীবনের সব জটিল কিন্তুগুলো।

নীলিমা। আজ সকাল থেকেই কোনও কাজে মন লাগাতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে—বন্দরের কাল হবে শেষ। আজ চলে যেতে হবে এখান থেকে, এই হাসি, এই গান, এই মেলামেশা, এই ভাললাগা, ভাল—

হাবু। বাসা—

নীলিমা। হ্যাঁ, তাও বলতে পারেন—

ভোম্বল। ক্যাডাভারাস্।

নীলিমা। সবই তো যাবে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে—দিন যাবে, দিন আসবে, হয়তো কোনও জ্যোৎস্নারাত্রে মনে পড়বে এই গ্রামের কথা, আপনাদের কথা—

ভোম্বল। ও-হোঃ—মরেই যাব আজ ক্যাডাভারাস্।

নীলিমা। যাক্‌গে। গান গাই—শুনুন।

[কমল এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়াছিল নীলিমার দিকে। এইবার হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল]

কমল। না।

নীলিমা। কী না? গান গাইব না?

কমল। না, তুমি যাবে না।

নীলিমা। কিন্তু আমায় যে যেতেই হবে। সেখানে যে সবাই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

কমল। বেশ। তা হলে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

নীলিমা। সত্যি?

কমল। হ্যাঁ, আমি যাব। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

নীলিমা। থাকতে পারবে না?

কমল। না।

নীলিমা। সত্যি বলছ?

কমল। সত্যি।

নীলিমা। সত্যি?

কমল। সত্যি, সত্যি, সত্যি।

[কমল উঠিয়া দাঁড়াইল]

নীলিমা। কোথায় যাচ্ছো?

কমল। আসছি এক্ষুণি।

[কমল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[নীলিমা ড্রেসিং টেবিলে বসিয়া চিরুণী দিয়া মাথা আঁচড়াইতেছে। ঘর ফাঁকা—শব্দ হইতে চাহিয়া দেখিল, ঝড়ের বেগে কমল ঘরে ঢুকিয়া আলমারী খুলিল, স্যুটকেস বার করিল এবং জামা-কাপড় ভরিতে লাগিল। নীলিমা কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া, উঠিয়া কমলের পিছনে গিয়া বলিল]

নীলিমা। কী ব্যাপার? এমন সময় স্যুট্‌কেস সাজাচ্ছো যে।

কমল। একটু দরকার আছে।

নীলিমা। দরকারটা কী, জানতে পারি না?

কমল। একটু কলকাতা যাব।

নীলিমা। হঠাৎ!

কমল। হঠাৎ নয়। দরকারও আছে; তা ছাড়া, পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই ফিরে আসব।

নীলিমা। কবে ফিরবে, তা তো আমি জানতে চাই নি! যাচ্ছ কেন, তাই শুধু জানতে চাইছি।

কমল। বললাম তো, দরকার আছে।

[নীলিমা গিয়া খাটে বসিল। কহিল]

নীলিমা। তাই— না, বাইজী-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিচ্ছ আজ নিজেকে তার পায়ে দান করে?

[কমল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল কিছুক্ষণ। বেশ কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিল]

কমল। যদি বলি হ্যাঁ।

নীলিমা। অবাক হব না।

কমল। অবাক হবে না?

নীলিমা। না। আজ দিনআষ্টেক থেকে যে ভাবে তুমি উৎসবে মেতেছ—যে ভাবে স্ত্রী-পুত্র, পরিজন, চাকর-বাকর, আত্মীয়, কুটুম্ব ভুলে দিন আর রাত নাচমহলে পড়ে আছ, তাতে তোমার মুখ থেকে এই কথা শোনা কি খুব আশ্চর্য?

[কমল স্যুটকেস গোছাইতে লাগিল]

নীলিমা। তবু এইটুকু বলব, বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তাঁর দুর্নামকে তাঁর কৃপণতার গল্পকে যে ভাবে তুমি চাপা দিয়ে ওপরে উঠেছিলে, যে ভাবে গাঁয়ে ইস্কুল, টিউবওয়েল করে দেওয়ার জন্য তোমার নাম লোকের মুখে প্রচার হচ্ছিল, খোকার অন্নপ্রাশনের নাম করে তুমি সব জলাঞ্জলি দিলে। হায় ভগবান! সাতদিনে কী করে পারে মানুষ সাত বছরের কীর্তিকে ধ্বংস করতে!

[কমল আবার স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া স্যুটকেস ছাড়িয়া দিয়া আগাইয়া গিয়া স্ত্রীর হাত দুটি ধরিল]

কমল। কী পাগলা গো তুমি? আমি যাচ্ছি একটা বিশেষ কাজে কলকাতায়। তার সঙ্গে বাইজীর কোনও সংস্রব নেই। বাইজীর সঙ্গে আমার কী সংস্রব থাকতে পারে বল! বাইজী এসেছে মুজরো করতে। গান গাইবে, টাকা নেবে, চলে যাবে। এর মধ্যে এত ভাবনারই বা কি আছে আর এত চিন্তারই বা কী আছে?

নীলিমা। থাকত না, যদি তুমি ঠিক থাকতে। কিন্তু তুমিই যে ঠিক নেই।

কমল। ঠিক নেই?

নীলিমা। না। তোমার চোখ মুখ বসে গেছে। মুখের ওপর একটা কালো ছায়া পড়েছে। তুমি যেন সর্বদাই কী একটা কথা গোপন করবার চেষ্টা করছ আমাদের কাছ থেকে।

[কমল জামা-কাপড় ভাঁজ করিয়া স্থটকেসে রাখিতেছে]

গল্প শুনেছি, ও-পথে যারা যায়, তারা আর ফিরে আসতে পারে না। যথাসর্বস্ব খুইয়ে, তারা পথে পথে ভিক্ষে করে। বল, একথা ঠিক কি না।

কমল। বলাবলির কিছু নেই, আর বক্তৃতার কিছু নেই। আমি কলকাতায় যাচ্ছি, তাই একবার তোমায় বলতে এসেছিলাম।

নীলিমা। বেশ, তুমি কলকাতায় যাও, আমার তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু যাচ্ছ কার সঙ্গে, শুনি ?

কমল। সে কৈফিয়ত কি তোমায় দিয়ে যেতে হবে ?

নীলিমা। না না, কৈফিয়ত কেন ? আর কি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার অধিকারও আমার নেই ?

কমল। প্যান্‌প্যান্ কোর না, কি বলছ, বল।

নীলিমা। তুমি দয়া করে আমার একটা কথা রাখবে ? [হাত ধরিয়া] বল, রাখবে কিনা ?

কমল। [হাত ছাড়াইয়া] না শুনে বলতে পারি না।

নীলিমা। অথচ একদিন তুমিই না আমায় বলেছিলে, তোমার জন্যে আমি কী না করতে পারি, নীল। তা হলে কি সব মিথ্যে, সব ভুল।

কমল। যাক, কথাটা এখন কি শুনি।

নীলিমা। একটা কথা, আর বড় ছোট্ট কথা।

কমল। কি, বলেই ফেল না, এত ভণিতা কিসের ?

নীলিমা। তুমি ওদের সঙ্গে কলকাতায় যেও না। ছুদিন পরে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

কমল। ওঃ, এই।

নীলিমা। হ্যাঁ, এইটুকুই।

কমল। তা হয় না নীলিমা, আমি তাদের কথা দিয়েছি।

নীলিমা। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যেও না। ওগো, একটা কথা রাখ, আমায় ফেলে কোথাও যেও না।

কমল। তা আর হয় না।

নীলিমা। তোমার ছেলের মুখের দিকে একবার চাও, ওদের সঙ্গে যেও না, যেও না—আমায় এইটুকু দয়া কর, তোমার পায়ে পড়ি।

[*বলিতে বলিতে কমলের পায়ে লুটাইয়া পড়িল*]

কমল। তা আর হয় না নীলিমা, আমি কথা দিয়েছি।

[স্বামীর পদতলে বসিয়া তাহার মুখের দিকে নীলিমা তাকাইয়া বলিল]

নীলিমা। তাদের কাছে তোমার কথাটারই এত দাম যে আমার—

কমল। হাজার বার তোমায় বলেছি—তা আর হয় না, আমি কথা দিয়েছি।

[কমল সুটকেস লইয়া চলিয়া গেল। ঘরের মাঝখানে স্তব্ধ হইয়া নীলিমা দাঁড়াইয়া রহিল। চোখে জল ছিল না। একটা পরম অপমানে তাহার আহত নারী-চিত্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। সে দ্রুতপদে দরজার কাছে গিয়া ডাকিল]

নীলিমা। কাকাবাবু! কাকাবাবু!

[সদানন্দ ম্লানমুখে প্রবেশ করিল]

সদানন্দ। ডাকছ মা?

নীলিমা। হ্যাঁ, উনি আমাদের অনুরোধ শুনলেন না। বাইজী আর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কলকাতা চলে গেলেন। আপনি এক কাজ করুন।

সদানন্দ। বল মা!

নীলিমা। নাচঘরের সমস্ত দরজায় পাঁচুদাকে তালা লাগিয়ে দিতে বলুন।

সদানন্দ। বেশ কথা। তাই হবে। আমি দু একদিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

নীলিমা। আর একটা কথা, আয়রণ-সেফে দেখবেন ওঁর বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই হ্যাণ্ডনোটে অনেক টাকা নিয়েছেন। প্রত্যেকটা নালিশ করে দিন।

সদানন্দ। তাই হবে মা।

নীলিমা। আর পাঁচুদাকে দিয়ে একবার নীতিনদাকে ডেকে পাঠান। বিশেষ দরকার। আজই যে কোন সময় যেন একবার আসেন।

[সদানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে অকস্মাৎ "পাঁচু পাঁচু" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাহির হইয়া গেল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কলিকাতায় নীলিমার শয়ন-কক্ষ—নীল রঙ করা ঘর।
নীলিমা গান গাহিতে গাহিতে ঢুকিল]

নীলিমার গান ঃ—

কেন এলে ফুল দলে
শ্যামলে হিরণে হাসি-রূপ গানে
জ্যোছনায় লীলাছলে
গভীর আঁধার সেই ছিল ভালো
শূন্য কুটীরে জ্বলে নাই আলো
অসীম আঁধারে করিব আরতি
ভাষাহীন আঁখিজলে।
বীণা-বেণু-রবে নূপুরের তালে ধরা দিতে চাও জানি,
অরূপ রঙ্গে সুরতরঙ্গে দিয়ে যাও হাতছানি।
যেতে চাও যদি চলে যাও দূরে,
আমি যে রহিব স্বপনেরই পুরে,
যা কিছু আমার দিয়েছি বিলায়ে
তোমার চরণতলে।

[গানের মাঝখানে একটা বই পড়িতে পড়িতে কমলের প্রবেশ। গান থামিলে উদাসীনভাবে কমল বলিল]

কমল। চমৎকার!

নীলিমা। তা তো বুঝলাম। কিন্তু আজকাল কী রকম যেন হয়ে গেছ।

কমল। কই, কিছুই তো হই নি।

নীলিমা। তবে, ওরকম মনমরা হয়ে থাক কেন? তুমি কি আর আমায় চাও না?

কমল। ও কথা বলছ কেন, নীলিমা? আমায় তো আট বছর দেখলে। সে ভাব আমার কাছে কখনও পেয়েছ?

নীলিমা। তবে, ও-রকম আন্‌মনা হয়ে থাক কেন? সব সময় যেন একটা উদাসীন ভাব! [একটু থামিয়া] বাড়ি থেকে কোনও চিঠি এসেছে বুঝি?

কমল। হ্যাঁ, নীলিমা একটা চিঠি দিয়েছে। ছেলেটা আমায় দেখতে চায়। আর আমায় ফিরে যাওয়ার জন্যে কত আবেগভরা মিনতি আর কত অনুরোধ। সেই যে ছ মাসের শিশু দেখে এসেছিলাম—তারপর কত বড় হল, কেমনটি হয়েছে, তাই একবার—

নীলিমা। বাড়ি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে? তা বেশ তো, যাও না—আমি তো কোনদিন বাধা দিই নি। তবে তুমি ছাড়া তো আমার কেউ নেই—তাই তোমায় চোখের আড়াল করতে পারি না।

কমল। আমি জানি নীলিমা—আর জানি বলেই তোমায় ছেড়ে আর কোথাও যেতে পারি না। তবে আজ আমি একটা আঘাত পেয়েছি। নীলিমার চিঠিখানা একবার পড়ে

দেখ—সে নাকি অনেক চিঠি এর আগেও আমায় লিখেছে, কই একটাও তো আমার হাতে পড়ে নি।

নীলিমা। সে কি! আমি তো এ সবের কিছুই জানি না। দাঁড়াও, ওদের ডেকে একবার—

কমল। আরও লিখেছে, নায়েবকাকা আমার সঙ্গে নাকি কয়েকবার দেখাও করতে এসেছিলেন, কিন্তু ওরা সব তাঁকে বাইরে থেকেই তাড়িয়ে দিয়েছে। তারা আমায় একটা খবর দেবারও দরকার মনে করে না!

নীলিমা। ওদের ওই স্বভাবের জন্যেই তো আমি দুটো মন তৈরি করে নিয়েছি—একটা মন দিয়ে তোমাকে ভালবাসি, আর যখন তুমি ওইসব বন্ধুর সঙ্গে থাক, তখন আর একটা পোশাকী মন নিয়ে তোমার সঙ্গে মেলামেশা করি।

কমল। তুমি যে আমার নীল পরী। কিন্তু কি মনে হয় জান? পেছনে জীবনের গান কেঁদে মরে আর সামনে মৃত্যু যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে।

নীলিমা। তবে কি আমি তোমার মৃত্যু?

কমল। না না নীল। ওকথা বলছ কেন?

নীলিমা। ওগো, আমি তোমার নীল নই—সে কপাল তো আমি করে আসি নি। আমি শুধু নীলিমা।

কমল। না না, কি কথা বলতে যেন সব এলোমেলো

হয়ে যায়। ওঃ, দেখ, তুমি ভেতরে যাও। আমি একটু বেরুচ্ছি একটা বিশেষ কাজে।

[কমল বাহির হইয়া গেল। নীলিমা ঈষৎ হাসিয়া ভিতরে গেল]

[ক্যাবলার প্রবেশ]

ক্যাবলা। আচ্ছা, কমলের হল কি বল দেখি? আর সে তেমন কবিতাও বলে না, বেশী কথাও কয় না।

নীলিমা। রসদ ফুরিয়েছে কিনা—তাই পাখির গানও থেমে যাচ্ছে।

ক্যাবলা। সে কথা একশো বার। ছিলেন জমিদার—হলেন জমাদার।

নীলিমা। সে কিরকম যেন ফ্যাল ফ্যাল করে আমার পানে চেয়ে থাকে—আর সেই চেয়ে থাকার মধ্যে সে যেন কত কথা বলতে চায়—হয়তো বেচারী পারে না।

ক্যাবলা। ও বুঝেছি। তা হলে তুমি মরেছ বল?

নীলিমা। ও-সবের ধার ধারি না—আমরা কেবল নগদ টাকার কারবার করি।

ক্যাবলা। আমরাও প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই তোমার কাছে পড়ে থাকি। মনে হয়, তুমিও যেন অনেক বদলে গেছ।

নীলিমা। সে তোমার চোখের ভুল।

ক্যাবলা। আমার চোখের ভুল? কেন, আমি দেখি নি, এই সেদিন যখন কমলের আবার জ্বর বাড়ল—তুমি খাওয়া-

দাওয়া ছেড়ে দিন রাত তার সেবা করলে। একটা পাকা নার্সও ও-রকম পারে না।

নীলিমা। ভুলে যাচ্ছ কেন ক্যাবলা, সেটা আমি নিজের স্বার্থে করেছি।

ক্যাবলা। কি রকম?

নীলিমা। ও না বাঁচলে আমার টাকা আসবে কোত্থেকে? আর ঠিক সেই কারণেই তার রেস্ খেলাও বন্ধ করেছি।

ক্যাবলা। সেকথা ঠিক, কিন্তু তার মদ খাওয়াটা ছাড়িয়ে দিলে কেন?

নীলিমা। ঠিক একই কারণে। যদি লিভার পচে খতম্ হয়ে যায়! দেখ নি সে কি রকম কাঁড়ি কাঁড়ি মদ গিল্‌ত।

ক্যাবলা। বলিহারি ভাই বুদ্ধি তোমার। দেখ, কমলের যে রকম উড়নচণ্ডী ব্যাপার, তাতে আর বেশী দিন নেই। নগদ টাকা তো অনেকদিন আগেই খতম্ হয়েছে—জমিদারীগুলো একটার পর একটা নীলামে উঠছে। আমাদের কি হবে?

নীলিমা। হবে আর কি? যে চুলোয় যাবার যাবে—তুমি আর আমি ঠিকই থাকব।

ক্যাবলা। মনে থাকবে তো নীলিমা!

নীলিমা। খুব মনে থাকবে। তোমার দিন এই শীগ্‌গির এল বলে। আচ্ছা, এখন বল, আমার জন্মদিনে তুমি কি দিচ্ছ?

ক্যাবলা। এই মরেছে!

নীলিমা। এই মরেছে মানে?

ক্যাবলা। না না, আমি বলছি, আগে জন্ম তো হোক্—তারপর তো দিন! আগে থেকে দিন্ দিন্ করছো কেন? কি দিই, সেদিন দেখবে!

নীলিমা। তা না হয় দেখব—কিন্তু ফুর্তির কী হবে?

ক্যাবলা। [নিজের মনে] খেলে গো! ইয়ে—ওই বলছিলাম কি যে অনেক দিন নাচগান হয় নি, তাই একটু মুখ বদলানোর জন্যে চাটনির ব্যবস্থা করেছি।

নীলিমা। তা বেশ করেছ। শোন, একটা কথা বলি, তুমি আমার সঙ্গে একদিন গোপনে দেখা করবে।

ক্যাবলা। [সোৎসাহে] কবে? কখন? কোন্‌দিন?

নীলিমা। শোন—

[কানে কানে বলিল। ভোম্বল ও গদ্দার প্রবেশ—দুজনের হাতে দুইটি পাতার মোড়ক। দুজনে ঢুকিয়াই এঃ বলিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। নীলিমা সরিয়া গেল]

ক্যাবলা। কি হল রে?

গদ্দা। রোহিণী রাসবিহারীর কানে ফিস্ ফিস্ করে কি বলছে।

ভোম্বল। আর গোবিন্দলাল যদি দেখতে পায়—তা হলেই পিস্তল উঠাইয়া, তুমি কি রোহিণী। ক্যাডাভারাস্ আর কি?

ক্যাবলা। যাঃ যাঃ বাজে বকিস্ না—আজ [নীলিমাকে দেখাইয়া] এঁর জন্মদিন—তাই প্রোগ্রাম ঠিক করছিলাম। তোরা কোথায় গিয়েছিলি ?

গদ্দা। দেখছ না এই ফুল আনতে ?

ভোম্বল। আমিও এনেছি—তার সঙ্গে এই রেসের বইটাও নিয়ে এলাম। জানই তো সামনে শনিবার—ক্যাডাভারাস্।

[মোটরের হর্ন শোনা গেল]

ক্যাবলা। ওই যে কম্‌লা এল।

[বলিতে বলিতেই কমল প্রবেশ করিল]

দেখি তো কমল, কেমন হল—দাম কত ?

কমল। [নেকলেসের বাক্স খুলিয়া] দশ হাজার !

নীলিমা। মোটে দশ হাজার ! আজ একটা হার দিয়েই খালাস। কতবার তোমায় বলেছি—এবার জন্মদিনে আমায় একটা বাড়ি কিনে দাও—আর লাখটাকায় বাড়িও ঠিক করেছিলাম—

কমল। এই আট বছর ধরে লাখ লাখ টাকা তোমার হাতে তুলে দিয়েছি—এবার না দিতে পারার দুঃখ যে আমার কতখানি তা কি তুমি বুঝতে পার না, নীলিমা ?

নীলিমা। আজকাল তোমার ওই এক কথা—টাকা

নেই—টাকা আসছে না। হার তো পেলাম—কিন্তু, কই আমার লাখ টাকা ?

কমল। নায়েবকেও কড়া তাগিদ দিয়েছি। সে জানিয়েছে—লাখ টাকা দেবার মত সম্পত্তি নাকি আর আমার নেই।

নীলিমা। তোমার নায়েব-টায়েব বুঝি না—আমি বাড়ী কিনব—লাখ টাকা চাই-ই।

কমল। বিশ্বাস কর নীলিমা, আমি সত্যি খুব চেষ্টা করছি—ঐ জন্যেই ধন্নালালের সঙ্গে দেখা করে এলাম। চল, ভেতরে যাই।

[ওয়াটার-প্রুফ হস্তে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হাবুর প্রবেশ]

হাবু। হ্যাঁ, আমিও তো তার কাছেই ধন্না দিয়ে এলাম।

কমল। এই, তোরা একটু খেয়াল রাখিস্ তো ভাই। মানে লোকটা এসে যেন ফিরে না যায়।

[উভয়ের প্রস্থান]

ভোম্বল। এই যে ভিজে বেড়াল! ক্যাডাভারাস্। অমন খোঁড়াচ্ছিস কেন ?

হাবু। আর ভাই, পদস্খলন—

ভোম্বল। তা হলেই তোর (হাত দিয়া পদস্ফীতি দেখাইবার ভঙ্গীতে) পদমর্যাদা বৃদ্ধি।

[ভৃত্য বিপিনের প্রবেশ]

বিপিন। এজ্ঞে, এক মাড়োয়ারী বাবু এঁইয়েছেন।

ক্যাবলা। নিয়ে আয়, নিয়ে আয়; আর চাপরাসীকেও বল্, সোডা বোতল সব নিয়ে আসুক।

যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা হুইস্কী পিবেৎ!

[ভৃত্যের প্রস্থান]

[মাড়োয়ারীর প্রবেশ]

ভোম্বল। এই যে ক্যাডাভারাস্—আসুন।

গদ্দা। দেখ্ ভ্যাবা, মানে বুঝে কথা বলিস—যেন বিদ্যেসাগর! আসুন শেঠ্জী।

মাড়োয়ারী। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ— দেখিয়ে, তুম্লোককো বিদ্যাসাগর বহুত বিদ্ওয়ান, খুব বড়া আদ্মী শুন্তা হ্যায়—লেকিন [টাকা বাজাইবার ভঙ্গীতে] কেত্তা রূপেয়া বানায়া?

ক্যাবলা। ও সব হিন্দী বাত হামলোক বুঝতে পারতা হ্যায় নেহি। বাংলা বাত বোলো—যা সোজাসুজি হাম্লোক বুঝি।

মাড়োয়ারী। যানে দেও। লেকিন বাবুজী, লাখ রূপেয়া নেহি হোগা, চল্লিশ হাজার রূপেয়া লে আয়ে হ্যায়—[নোটের থলে দেখাইল]

ক্যাবলা। শেঠ্জী, মনে আছে তো, আমাদের দালালিটা?

মাড়োয়ারী। হোবে হোবে, সে তো কুথাই হইয়েসে। হাম্‌লোক বেবোসা খাতির পৈসা লিতেও ভি জানে, দিতেও ভি জানে।

ক্যাবলা। ব্যস্‌ ব্যস্‌—তা হলেই হল। [টাকা বাজাইবার ভঙ্গীতে] টাকা স্বর্গ টাকা ধর্ম টাকা হি পরমং তপঃ! যাই এখন নাচিয়েদের নিয়ে আসি।

[চাপরাসী মদের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল এবং
যথাস্থানে রাখিয়া প্রস্থান করিল]

হাবু। আজ নীলিমা দেবীকো জনম দিন হ্যায়—তুম একটু সরাব টান্‌বে শেঠ্‌জী ?

মাড়োয়ারী। [কানে আঙুল দিয়া] আরে রাম রাম ! হামি নাচ গানা শুন্‌তে পারে, লেকিন সরাব তো খাবে না !

ভোম্বল। তবে ক্যাডাভারাস—তোমরা কাম তো শেষ হয়ে গেল—এখন লক্ষ্মী ছেলেকে মাফিক খসে পড়।

[এমন সময় ক্যাবলা এক একটি নর্তকীর পরিচয় দিয়া প্রবেশ করাইতে
লাগিল ; মাড়োয়ারী নর্তকীদের দিকে তাকাইতে লাগিল]

ক্যাবলা। এই নাও মিস্‌ চিল্‌কা, মিস্‌ মালাক্কা, মিস্‌ টিটিকাকা, আর এই আমাদের বুঝ্‌লে কিনা মিস্‌ ক্যাস্‌পিয়ান্‌ সী—বিউটি কম্পিটিশনে এরা সব ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট।

গদ্দা। [কুর্নিশ করিয়া] এই যে আস্তাজ্ঞে হোক,

বলি, আজকাল কোথায় সব আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেলে—আর যে পাত্তাই নেই!

[কমলের প্রবেশ, সঙ্গে নীলিমা]

কমল। এই যে, রাম রাম শেঠজী।

মাড়োয়ারী। রাম রাম, ভেইয়া। রাম রাম, লিজিয়ে আপকো রূপেয়া।

নীলিমা। দেখি, আমার হাতে দাও।

মাড়োয়ারী। দেখকে লিজিয়ে, ঠিক হ্যায় কি নেই।

নীলিমা। তুমি কি আর ঠকাবে শেঠজী! আমি জানি তোমাদের, মরে গেলেও তোমরা কারও এদিক ওদিক করো না।

মাড়োয়ারী। হেঁ হেঁ, ইয়ে বাত ঠিক হ্যায়—লেকিন্ ই সব দেবী লোক কাঁহাসে—

কমল। স্বর্গ থেকে অর্ডার দিয়ে আনা হয়েছে। এখন তুমি খুশী হও—তা হলেই সব সার্থক।

মাড়োয়ারী। হেঁ হেঁ! হামারা খুশীকাবাস্তে আপনি দেবীলোক লিয়ে এসেছেন—হামি খুশী তো হোবেই।

নীলিমা। আচ্ছা, তা হলে তুমি আনন্দ কর শেঠ্জী, আমরা চলি। এস গো।

[কমল ও নীলিমা বাহির হইয়া গেল]

ক্যাবলা। 'শেঠজী, এ দ্রাক্ষারস—এক পাত্তর টান দেখবে কী মজার জিনিস! তুনিয়া সব রঙীন হো যায়গা!

মাড়োয়ারী। আরে ছি ছি—উ কুথা বলবেন না, বাবুজী।

গদ্দা। তবে সোজা রাস্তা দেখ বাবা।

[মাড়োয়ারী যাইবার সময় নর্তকীদের দিকে ঘুরিয়া তাকাইতে লাগিল ও একবার দাঁড়াইয়া পড়িল এবং পুনরায় মুখ ঘুরাইয়া নর্তকীদের দিকে দেখিতে দেখিতে বলিল]

মাড়োয়ারী। [মাথা নাড়াইয়া] আহা হা কী সুন্দর, কী সুন্দর !

[বলিতে বলিতে নিষ্ক্রান্ত হইল]

হাবু। আর কী বীভৎস !

গদ্দা। অমৃতে অবাঞ্ছা কার ? হায় রে বেচারা !

ভোম্বল। ক্যাডাভারাস।

[নীলিমা ও কমলের পুনঃপ্রবেশ]

ক্যাবলা। আমার তো ইচ্ছে ছিল কিছু খাইয়ে শেঠজীর কাছ থেকে দলিলটা বাগিয়ে নেওয়া—

কমল। ছিঃ ক্যাবলা, আমরা যাই করি না কেন, অতটা নীচ হতে নেই।

নীলিমা। এই, তোমরা সব চুপ করে বসে আছ কেন ? নাচগান হোক। আজ তোমার মুখে শেষ হাসি দেখতে চাই কমল।

কমল। [চমকাইয়া] ও কী কথা নীলিমা ! শেষ হাসি বললে কেন ?

নীলিমা। ও কিছু নয়—মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। [নর্তকীদের প্রতি] ওকি করছ? তোমরা সব নাচো গাও।

[ক্যাবলা নীলিমার দিকে অর্থবোধক দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিল]

ক্যাবলা। এক পাত্তর টেনে নাও P. R. S.—অন্ততঃ আজ তোমার নীলিমার জন্মদিন।

কমল। P. R. S. মানে?

ক্যাবলা। এই তুমি প্রেমচাঁদ—[নীলিমার প্রতি] ইনি রাইচাঁদ আর তুমিই তার স্কলার!

কমল। ওঃ এই! তা বেশ—রাজী আছি, যদি নীলিমা হুকুম দেয়।

নীলিমা। আবার ক্যাবলা?

ক্যাবলা। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হলে Your Highness এবার—

কমল। আর Your Highness! সে দিন চলে গেছে ক্যাবলা—সব এখন হাওয়া—gone with the wind. এখন থেকে your lowness বলবি।

ক্যাবলা। তা না হয় বলা যাবে'খন, এবার তা হলে নাচ-গান শুরু করা যাক, কি বল?

কমল। আমি আর কী বলব?

ক্যাবলা। [কমলের থুতনিতে হাত দিয়া] কবিবর, তোমার কী হয়েছে, বল দেখি? প্রত্যেকবার নীলিমার

জন্মদিনে কেমন সুন্দর কথা বল, এবারও যে আমরা তেমনই শুনতে চাই।

গদ্দা। তবে শীগগির সেরে নাও।

[নীলিমা কমলের মুখের দিকে তাকাইল]

ভোম্বল। নাচ-গানটা আগে হলেই তো ভাল হত, ক্যাডাভারাস্!

হাবু। আগে তুই থাম তো, ক্যাডাভারাস্। এই, তোমরা সব এখানে বসে যাও।

[চারিজন নর্ত্তকীর এক একজনকে এক একজন লইয়া বসিয়া পড়িল, কমল বলিতে লাগিল, নীলিমা কমলের বিপরীত দিকে দাঁড়াইয়া কমলের দিকে চাহিয়া রহিল]

কমল। আজ নীলিমা দেবীর জন্মদিনে তার মধুময় জীবন কামনা করে আমি এই কথাই শুধু বলতে চাই—

বরষে বরষে এইদিনে যেন
হাসি রাশি ঝঙ্কার—
তোমার জন্ম-লগ্ন-বাসরে
ফিরে আসে বারে বার!

ভোম্বল। ক্যা—[চট্ করিয়া হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া]

গদ্দা। পি—ট্যাল্!

হাবু। আচ্ছা, তবে চালাও একটা Beadon Street Oriental!

ভোম্বল। ক্যা—[বলিয়া হাবুর দিকে চাহিয়া সরিয়া বসিল] ক্যাডাভারাস! নাঃ নাঃ, আগে একটা Ballygunge Oriental হোক।

ক্যাবলা। আঃ, আবার চেঁচামেচি! বেশ ভাই, ওই ছুটোর punching করে লাগাও!

[কটাক্ষ হানিয়া নর্তকীদের নৃত্যগীত]

চরণের কিঙ্কিণী রিণিঝিনি বাজে
যৌবন-চঞ্চল অন্তর মাঝে!
কুসুমের মালা দোলে নৃত্যের ছন্দে
সৌরভ হিন্দোল অলক নিবন্ধে;
আবেশে বিহ্বল, আঁখি ছুটি ঢলঢল
উচ্ছল তনুখানি মোহনীয়া সাজে।
যৌবন-চঞ্চল অন্তর মাঝে।
অঞ্চল হতে ঝরে তারকার ঝর্ণা—
পুঞ্জিত আঁধিয়ারে বিদ্যুৎ বর্ণা!
মূর্ছিতা ধরণী যে আজি ফুল-গন্ধা
বসন্ত নিশীথিনী প্রেম-মধু-ছন্দা—
শিহরণ জাগে আজি মন্থর সমীরণে
বনান্তে লাগে দোলা কম্পিত লাজে;
যৌবন-চঞ্চল অন্তর মাঝে!

হাবু। [তবলার তেহাইয়ের বোল ধরিয়া কথকনৃত্যের ভঙ্গীতে নাচিয়া উঠিল]

ধেরে কেটে, ধূমা কেটে—গদ্দি ঘেড়ে নাগ্ধা-আ
ধেরে কেটে, ধূমা কেটে—গদ্দি ঘেড়ে নাগ্ধা-আ
ধেরে কেটে, ধূমা কেটে—গদ্দি ঘেড়ে নাগ্—

[সকলে তেহাইয়ের মুখে হায় করিয়া উঠিল, হায় শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই দড়াম্ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল। টেলিগ্রাম পিওন সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, টেলিগ্রাম—

সকলে সহসা স্তব্ধ হইয়া সেইদিকে চাহিল, টেলিগ্রাম পিওন বলিল]

টেঃ পিওন। কমল বাবুকো একঠো তার—

[নীলিমা ত্রস্তপদে গিয়া টেলিগ্রাম লইয়া খুলিয়া পড়িল, তারপর ধীরপদে আগাইয়া আসিয়া কমলের সামনে টেলিগ্রামটি ধরিল—যেন কমলের মৃত্যুদণ্ড]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নিউপ্যালেস—কক্ষের দেওয়ালে দেশনেতাদের ছবি। খদ্দরপরিহিতা নীলিমা, সদানন্দ, কাদম্বিনী, মোহিনী, নীতিন ; খদ্দরপরিহিত মাথায় গান্ধীক্যাপ বিমল]

নীলিমা। শুধু দশ হাজার টাকা পাঠানোটাই দেখলে, পিসীমা? ছেলেটা বাঁচল কি মরল, তার কোনও খোঁজ খবর নেই।

কাদু। ষাট ষাট, ও কথা মুখেও আনতে নেই! কত ভাগ্যে সাত রাজার ধন এক মানিক!

নীলিমা। তাই একটা চিঠি লিখেও তোমার সেই সাত রাজার ধন এক মানিকের খবরটাও নেয় নি। বুঝতে পারি না পিসীমা, মানুষ কেমন করে এমন বদলে যায়!

[কথার মধ্যস্থলে সদানন্দের প্রবেশ]

সদানন্দ। যেমন করে তুমি বদলে গিয়েছ মা।

নীলিমা। আমি যে কত বড় দায়িত্ব নিয়ে এই সংসারে এসেছিলাম নায়েবকাকা!

সদানন্দ। সে দায়িত্ব তুমি তো পালন করে এসেছ, মা।

কাতু। তবে ওই সব স্বদেশী লোকদের অনেক টাকা বিলিয়ে দিচ্ছ, একবার তোমার খোকার কথা ভেবেও দেখ না।

নীলিমা। তার বাপই ভাবলে না ছেলের কথা, আমি মেয়েমানুষ হয়ে আর কী করব বল।

কাতু। বংশের একমাত্তর শিবরাত্তির সল্‌তে। আহা, আমাদের সকলের পরমায়ু নিয়ে যেন সে বেঁচে থাকে।

নীলিমা। নায়েবকাকা, নীতিনদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

সদানন্দ। হ্যাঁ মা, সে বোধ হয় একটু পরেই আসবে।

নীলিমা। শুনলাম, আবার নাকি নীতিনদার জেল হয়েছিল?

সদানন্দ। হ্যাঁ মা, দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে সে এবার ছাড়া পেয়েছে।

কাহু। ঐ একটা সোনার চাঁদ ছেলে বটে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

নীলিমা। বাংলার ঘরে ঘরে যেদিন নীতিনদার মত ছেলে হবে সেদিন—

সদানন্দ। আর হবে বলছ কেন মা, তোমার ঘরেই তো হয়েছে।

নীলিমা। তাই বল, নায়েবকাকা, তাই বল। আমার খোকা বিমল যেন নীতিনদার আদর্শে মানুষ হয়ে ওঠে। এর চেয়ে বড় কামনা আর আমার নেই।

কাহু। গোবিন্দজীর কাছে আর এক কামনা কর বউমা, আবার যেন কমলের মতিগতি ফেরে।

[পিসীমার কথার মাঝে মোহিনী প্রবেশ করিয়া কথাটি শুনিল]

মোহিনী। কি বললে? আবার ঐ নাম! ঐ জন্যেই তো কমলদার মতিগতি ফিরল না। ওই নাম করাটা ছেড়ে দাও—দেখবে তোমার কমল আবার সুড়সুড় করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে। কাজকর্ম সেরে কোথায় ভাবলাম যাই তোমাদের কাছে দুদণ্ড বসি, আ মর, এখানে এসেও সেই নাম। কোথায় যাব ছাই—মর্ মর্ মিন্সে।

[সকলের হাস্য ও মোহিনীর প্রস্থান]

কাহু। আহা! আবাগী মেয়েটা, এই সোমত্ত বয়েস—আজ যার ঘর করবে সেই সোয়ামী ওর বিয়ের পরেই বেবাগী হয়ে

বেরিয়ে গেল—সেই থেকে মেয়েটা ঠাকুর দেবতার নাম শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে।

দূর হইতে মা মা করিয়া ডাকিতে ডাকিতে এক হাতে অ্যাল্‌বাম্, অন্য হাতে রাশিরাশি বই লইয়া খদ্দরপরিহিত, গান্ধীটুপি মাথায় বিমল ও তৎসঙ্গে নীতিন প্রবেশ করিল।]

বিমল। এই দেখ মা, নীতিন জ্যাঠামণি আমাকে অ্যাল্‌বাম্ দিয়েছে, কত সব দেশনেতার ছবি। আর বুঝলে মা, যতগুলো ছবি ততগুলো বই। এই সব পড়ে জ্যাঠামণির কাছে পরীক্ষা দিতে হবে।

কাহু। দাও দাও, অতগুলো বই তুমি বইতে পারবে না, এই সেদিন এত বড় অসুখ থেকে উঠলে।

নীলিমা। না পিসীমা, ওকে নিজেই বইতে হবে। যাও বিমল, তুমি নিজেই বইগুলো তুলে রাখ, আর ঐখানে বসে ছবিগুলো সব দেখ।

[বিমল বইগুলি রাখিয়া মেঝেতে বসিয়া ছবি দেখিতে লাগিল]

নীতিন। নীলিমা ঠিক কথাই বলেছে পিসীমা। আমাদের কর্তব্য প্রত্যেক ছেলেকেই দেশের কাজের যোগ্য করে গড়ে তোলা।

সদানন্দ। সত্যি দিদিমণি, স্নেহ বড়ই অন্ধ—তাই আমরা এমন সব কাজ করে বসি, যাতে ছেলের ভাল না হয়ে বেশীর ভাগ মন্দই হয়ে দাঁড়ায়।

কাহু। তুমি থাম নায়েবদা। একে মনসা, তাতে ধুনোর ধোঁয়া!

[পিসীমার প্রস্থান]

সদানন্দ। দিদিমণির মত এমন মানুষ আর হয় না। এই দেখ না, সেদিন তুমি, বউমা, মোহিনী আর দিদিমণি দিনরাত জেগে ও-রকম সেবা না করলে আমার দাদাবাবুকে হয়তো বাঁচানো কঠিন হত।

নীতিন। আর নিজের নামটা বলতে বুঝি লজ্জা হল, নায়েবমশাই?

নীলিমা! যিনি বাঁচাবার মালিক, তিনিই বাঁচান—আমরা উপলক্ষ মাত্র।

[বিমল বই হইতে মুখ তুলিয়া]

বিমল। আমি সব শুনেছি নীতিন জ্যাঠামণি।

নীতিন। শুধু শুনবে কেন? তুমি তো নিজের চোখেই দেখেছ।

নীলিমা। আজ থেকে আর নাম ধরে ডাকবে না, শুধু জ্যাঠামণি বলবে। গুরুজনের নাম ধরে ডাকতে নেই, বুঝলে বিমল।

[বিমল উঠিয়া কাছে আসিয়া]

বিমল। আচ্ছা মা, জ্যাঠামণি তোমারও তো গুরুজন, তবে তুমি তাঁর নাম ধরে ডাক কেন?

সদানন্দ। এবার নাও বউমা, ঠ্যালাটা সামলাও।

নীতিন। সেদিন তোমায় ইংরেজীতে কি বলেছিলাম, তার মানে বল তো।

বিমল। আমি যা বলি তাই কর, আর আমি যা করি, তা করো না।

নীতিন। সেটা মনে আছে তো ?

বিমল। হ্যাঁ জ্যাঠামণি, আমি কিন্তু দেশের কাজ করব, যা তুমি কর। [সকলের হাস্য]

নীলিমা। আচ্ছা বিমল, তুমি ওই ঘরে গিয়ে ছবিগুলো দেখ, একটু পরে আবার এস।

[বিমল বইগুলি গুছাইয়া লইয়া ছবির অ্যাল্‌বাম লইয়া প্রস্থান করিল]

নীতিন। আর কদ্দিন আমায় জমিদার সাজিয়ে রাখবেন, নায়েবমশাই ?

নীলিমা। [হাসিয়া] আমার আর একটি কর্তব্য বাকি আছে বলেই আপনাকে জমিদার সাজিয়ে রেখেছি নীতিনদা।

সদানন্দ। নগদ টাকা তো সব আগেই শেষ হয়ে গেছে। এত টাকার সম্পত্তি—এক একটা করে সবই চলে গেল।

নীলিমা। কেন আর ঘাঁটাঘাঁটি করছ, নায়েবকাকা ? ওসব কথা বলে আর লাভ কি ?

নীতিন। অ্যাদ্দিনের মধ্যে কমলকে একবারও কি আনা সম্ভব হল না ?

সদানন্দ। বহু রকম চেষ্টা করে দেখলাম নীতিন, সে

হবার নয়। শেষে আমার দাদাবাবুর অসুখের সময় খোকা-বাবুকে একটা জরুরী তারও করেছিলাম।

নীতিন। তাতেও সে এল না?

সদানন্দ। না নীতিন, সে এল না টাকা এল, দশ হাজার টাকা। এ ক' বছরের মধ্যে এই প্রথম তার সাড়া পেলাম।

নীতিন। তা হলে এই জমিদারী কেনা কেমন করে সম্ভব হল, নায়েবমশাই?

সদানন্দ। বউমার স্ত্রীধন বাবদ লাখখানেক টাকা ছিল, আর গয়নাগাঁটি সব বেচে দিয়ে এই পঞ্চাশ হাজার টাকার বিষয় রাখতে পেরেছি—আর বউমারই কথামত সেটা তোমারই নামে কেনা হয়েছে।

নীতিন। তা বেশ করেছেন, এখন আমায় এই রাজার সাজা থেকে মুক্তি দিন।

নীলিমা। সাজা রাজার অনেক জ্বালা—না নীতিনদা? তাই দেব। এই জমিদারী আমি তোমার হাতে দান করলাম নীতিনদা।

নীতিন। [সবিস্ময়ে] সে কি! দান করলাম মানে! তোমার জমিদারী নিয়ে আমি কি করব, নীলিমা? ও নায়েব-মশাই, দান করলাম মানে?

সদানন্দ। যার জিনিস, তার মুখেই শুনবেন।

নীলিমা। হ্যাঁ, দান করলাম। সর্বহারাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলবার জন্যে এই শেষ সম্বলটুকু আমি তোমার

হাতেই তুলে দিলাম। এই নাও সেই রেজেস্ট্রী করা দলিল। দয়া করে আমার এই শেষ অনুরোধ তোমায় রাখতেই হবে, নীতিনদা।

নীতিন। এ কী বলছ নীলিমা! তোমার ছেলের—

নীলিমা। হ্যাঁ, আমি তার মা হয়েই বলছি—আমি আমার ছেলেকে এমনভাবে তৈরি করেছি যে তার টাকার কিছু প্রয়োজন নেই। টাকা আর জমিদারী মানুষকে পশুরও অধম করে ছেড়ে দেয়।

নীতিন। একথা কেন বলছ তুমি? রবীন্দ্রনাথও বেশ পাকা জমিদার ছিলেন। এটা ভুলে যাও কেন নীলিমা?

নীলিমা। সে যা হোক, আমার শেষ কথার উত্তর দাও। আমি তার মা—এটি না করলে আমার ছেলের অকল্যাণ হবে।

সদানন্দ। মা লক্ষ্মী জীবনে বড় দুঃখ পেয়েছেন নীতিন; এ কথাটা না শুনলে তিনি আরও বেশী দুঃখ পাবেন।

নীতিন। কিন্তু—

নীলিমা। [তীব্র কণ্ঠে] নীতিনদা, এ কি! তোমার মুখেও কিন্তু!

নীতিন। তবে তাই হোক—দেশের জন্যে তোমার এই দান মাথায় তুলে নিলাম।

নীলিমা। আমায় বাঁচালে নীতিনদা, আজকের মত শুভদিন আমার জীবনে আর কখনও আসে নি। দান নিয়ে প্রণাম নিতে হয়। নেবে? করব তোমাকে একটা প্রণাম?

নীতিন। সবগুলো কুসংস্কার ঢুকে গেছে তোমার ভেতর।

[নীলিমা নীতিনকে প্রণাম করিল]

নীলিমা। তুমি মনে করো না নীতিনদা, আমি কারও ওপরে রাগ করে একটা খামখেয়ালী করলাম। তবে এটা আমি খুব জানি, এই জমিদারীর ভেতর কত লোকের অশ্রু, কত লোকের নিঃশ্বাস যেন জমাট হয়ে আছে—সেদিক দিয়েও তো আমার প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন! এটা ভুলে গেলে চলবে কেন, নীতিনদা!

[বিমল ছবির অ্যাল্‌বাম লইয়া প্রবেশ করিল]

বিমল। [অ্যাল্‌বাম খুলিয়া] জ্যাঠামণি, এই ছবিটি কার?

নীতিন। রাজা রামমোহন রায়ের—এঁর গল্প আর একদিন তোমায় বলব।

[নীলিমা নিকটে আসিয়া]

নীলিমা। বিমল—

বিমল। কি মা?

নীলিমা। তোমার অসুখের সময় তুমি আমায় কি বলেছিলে, সেটা তোমার জ্যাঠামণিকে একবার বল তো।

[বিমল একবার তাহার মা ও একবার নীতিনের দিকে চাহিল]

নীলিমা। বল, আমার কানে কানে কি বলেছিলে, বল।

বিমল। আমি মাকে বলেছিলাম, যা কিছু আমাদের আছে

সব দেশের কাজে জ্যাঠামণির হাতে তুলে দাও, তা হলেই আমি বেঁচে উঠব।

সদানন্দ। সব দিয়ে দিলে তুমি কি খাবে ?

বিমল। দেশের লোক যদি খেতে পায়, আমিও পাব—তারাই আমায় খেতে দেবে।

সদানন্দ। বহুত আচ্ছা দাদাবাবু, বহুত আচ্ছা। বুঝলে নীতিন, এসব পূর্বজন্মের সংস্কার ছাড়া কক্ষনো হয় না।

[বিমলকে কাছে টানিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল]

নীতিন। [অন্যমনস্কভাবে] কি জানি, তা হবেও বা। শোন নীলিমা, দিন তুই আমি এখানে থাকব না। আমার বিশেষ জরুরী দরকার আছে—ভয়ংকর দরকার।

[নীতিন দ্রুতপদে চলিয়া গেল]

তৃতীয় দৃশ্য

[নীলিমা, নীলিমার ঝি কুসুম, ক্যাবলা, কমল।
নীলিমা শূন্য দৃষ্টিতে জানালার ধারে দাঁড়াইল, তারপর ঘুরিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গান ধরিল]

[নীলিমার গান]

সহিতে পারি না আর—
শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে
ক্লান্ত জীবনভার !

কত দিবসের তপ্ত তিয়াস
কত রজনীর মিলন পিয়াস,
কত বরষের সঞ্চিত ব্যথা
বিরহ অশ্রুধার !

সজল কাজল শ্রাবণ সন্ধ্যা
কত যে গিয়েছে চলে—
বঁধুয়ার লাগি ফুলমালঞ্চ
ভিজিল নয়ন জলে।

চপলা চকিত ঘন বরিষায়
সমীরণ এসে কেঁদে ফিরে যায়—
রিক্ত হিয়ায় ভরা বেদনায়
নামিল অন্ধকার !

নীলিমা। নাঃ, আর পারি না ! যাক্, সব শেষ হয়ে যাক ! কুসী ! কুসী !

[কুসুমের প্রবেশ]

কুসুম। ডাক্‌ছ দিদিমণি ?

নীলিমা হ্যাঁ, তোর দাদাবাবু এসেছে ?

কুসুম। না তো।

নীলিমা। শোন্, ক্যাবলাকে একবার পাঠিয়ে দে। আমি তার সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলব, তার মধ্যে তোর দাদাবাবু যদি

ওই ঘরে এসে পড়ে, তা হলে তুই যেমন করে হোক, ওই দরজায় টোকা দিবি—বুঝলি ?

কুসুম। বুঝেছি দিদিমণি !

[কুসুমের প্রস্থান]

নীলিমা। আর কিচ্ছু ভাল লাগে না। কিচ্ছু না! ইচ্ছে হচ্ছে, ছিন্নমস্তার মত নিজের রক্ত আমি নিজেই পান করি।

[ক্যাবলার প্রবেশ]

ক্যাবলা। কি সুন্দরী, আপন মনে কি বলছ ? ওরকম ছুটোছুটি করছ কেন ?

নীলিমা। [ভ্রূভঙ্গি করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ হাসিয়া] তা একটু ব্যস্ত হবারই তো কথা ভাই। আচ্ছা, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি চট্ করে হাতের কাজটা সেরে আসি।

[নীলিমার প্রস্থান—ক্যাবলা তাহার গমনপথে লোলুপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তারপর নিজের সাজসজ্জার পারিপাট্য করিতে করিতে আয়নায় মুখ দেখিয়া]

ক্যাবলা। বাঃ, বেড়ে লাগছে তো! আমার নিজের সঙ্গেই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে মাইরি !

[নীলিমার পুনঃপ্রবেশ]

নীলিমা। তা হলে আমার দোষ কি ভাই, বল তো।

ক্যাবলা। সত্যি ভাই, অনেকদিন তোমায় একলাটি পাবার ফুরসত আমার হয় নি। অ্যাদ্দিন পরে—

নীলিমা। হ্যাঁ, অ্যাদ্দিন পরে আমিও তোমায় দুটো মনের কথা বলবার সুযোগ পেলাম। আজ তোমায় আমার আগের জীবনের দুটো কথা বলতে চাই—জান না তো কিছুই তোমরা। শোন। আমার কখন যে ছোট্ট বেলায় বিয়ে হয়েছিল ঠিক মনে নেই—হঠাৎ একদিন শুনলাম, আমি নাকি বিধবা হয়েছি।

[ক্যাবলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কথাগুলি গিলিতে লাগিল]

তখনও ঠিক আমার বোঝবার বয়েস হয় নি।

ক্যাবলা। [সবিস্ময়ে] তার পর ?

নীলিমা। আমরা এক পাড়াগাঁয়ে বাস করতাম; আমাদের পাশের বাড়ীতেই গৌরদা থাকত। দেখতে খুব সুন্দর। আমি যখন বড় হয়ে উঠলাম, আমার নিঃসঙ্গ জীবনে তাকে ভালবাসবার একটা দুরন্ত ক্ষুধা মনে জাগল।

ক্যাবলা। তার পর ?

নীলিমা। গৌরদাও আমায় বিয়ে করতে চাইল।

ক্যাবলা। কি রকম ?

নীলিমা। রকমটা এই যে, বিধবা জেনেও, সে আমায় বিয়ে করতে রাজী হল।

ক্যাবলা। তার পর ?

নীলিমা। তার পর যা হবার, তাই হল—তোমাদের ঠুনকো সমাজে যা হয়।

ক্যাবলা। কি রকম? আমাদের সমাজে আবার কি হয়?

নীলিমা। শুনতে তোমার লজ্জা হবে না জানি—কিন্তু আমার বলতেও লজ্জা হয়।

ক্যাবলা। না হয় লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেল না ছাই।

নীলিমা। এই যেমন তোমাদের সমাজে ঘটিবাটির মত মেয়েগুলো চুরি হয়। তোমরা তাদের বিয়েও দেবে না, আর পান থেকে চুন খসলে আবার সাজা দিতেও কসুর করবে না।

ক্যাবলা। ওঃ বটে—তাই বুঝি তোমরা চম্পট দিয়েছিলে! না কি?

নীলিমা। হ্যাঁ, তার বাপ মা আমাদের বিয়েতে রাজী হয় নি বলে আমরা দুজনে কলকাতায় চলে এলাম।

ক্যাবলা। বহুৎ আচ্ছা। তোমাদের চলত কিসে?

নীলিমা। আমার গায়ের গয়না ছিল—আর সেও নাচ গান শিখিয়ে বেশ দু পয়সা রোজগার করত। আর আমাকেও যত্ন করে লেখাপড়া নাচ গান শিখিয়েছিল।

ক্যাবলা। থেমো না। বলে যাও।

নীলিমা। তার পর সেও একদিন পালিয়ে গেল। না, না—তুমি যা ভাবছ, তা নয়। সে উধাও হয় নি—[গাঢ়স্বরে] মারা গেল। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। আমি মা বাপের কাছে আবার ফিরে যেতে চাইলাম।

তোমাদের সমাজের ভয়ে—[বিদ্রূপাত্মক হাসিয়া] বুঝলে ? তাঁদের ঘরে আমার ঠাঁই হলো না। তার পর এই নাচ গান করেই আমি পেটের ভাত যোগাড় করতাম।

[দরজার উপরে খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল]

ক্যাবলা। [সচকিত ভাবে] ওটা কিসের শব্দ ?

নীলিমা। না না, ও কিছু নয়।

ক্যাবলা। তোমার মুখে যে আজ তুবড়ী ফুটছে।

নীলিমা। হ্যাঁ, তাই। সব কথা তোমায় না বলে শান্তি পাচ্ছি না। সেই জন্যেই তো ওদের কাছ থেকে আজ আমি তোমায় একলা করে নিয়েছি।

ক্যাবলা। আমি তোমায় যেমন ভালবাসি, ঠিক তেমনি আমায় ভালবাস ?

নীলিমা। বাসি বইকি। মন প্রাণ, ইহকাল, পরকাল দিয়ে তোমায় ভালবাসি। তারপর শোন, ধূমকেতুর মত তুমি একদিন আমার জীবনের আকাশে উদয় হলে।

ক্যাবলা। তুমি এত সুন্দর—কিন্তু এত অদ্ভুত !

নীলিমা। শুধু অদ্ভুত নই, দস্তুরমত খেয়ালী। আর এই উদ্ভট খেয়ালের জন্যেই তোমার কথায় রাজী হলাম। একদিন তুমিই বলেছিলে, যেমন করেই হোক কমলকে ফাঁদে ফেলতেই হবে, মনে আছে ?

ক্যাবলা। হ্যাঁ, সেটা আমার খুব মনে আছে।

নীলিমা। তাই শুধু তোমারই কথামত, প্রিয়তম, তোমার বন্ধু কমলের সঙ্গে অভিনয় করে তাকে জয় করলাম, আর তোমারই কথামত তাকে কলকাতায় এনে, তার সর্বস্ব নিয়ে পথের ভিখারী করে ছেড়ে দিয়েছি। কেন জান প্রিয়তম, শুধু তোমায় পাবার জন্যে।

ক্যাবলা। তা হলে একটা কাজ করি সুন্দরী—

[নীলিমা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল]

ঐ ব্যাটা কম্‌লাকে খাবারের সঙ্গে বিষ দিয়ে মেরে ফেলি—কেমন ?

নীলিমা। অ্যাঁ! বিষ! হ্যাঁ, বিষ দিলে অবিশ্যি—কিন্তু তার দরকার নেই, বুঝলে ? মানে ওকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চাইতে তাড়িয়ে দেওয়া অনেক ভাল, বুঝলে না ? পথে পথে ঘুরবে আর কাঁদবে। কি, ভাল না ?

ক্যাবলা। হ্যাঁ, খুব ভাল হবে। আমরা পালিয়ে যাই এখান থেকে।

নীলিমা। হ্যাঁ, দূরে—বহু দূরে—লোক নেই, জন নেই, গোলমাল নেই, আর নেই তোমার বন্ধু—ওই কমল।

ক্যাবলা। বন্ধু না ছাই! সেও এখন আমার পরম শত্তুর। তার পয়সার জন্যেই অ্যাদ্দিন বন্ধুত্বের ভান করেছি।

নীলিমা। কিন্তু খবরদার, তোমার ওই বন্ধুটির নাম যেন আর কখনও আমার সামনে ভুলেও মুখে এন না। আমি—আমি তাকে ঘৃণা করি।

[বলিতে বলিতে নীলিমা কাঁপিয়া উঠিল। সবেগে কমল প্রবেশ করিল]

কমল। ঘৃণা! ঘৃণা কর তুমি আমাকে?

ক্যাবলা। এ কি? কমো—কম্‌লা! তুই হঠাৎ কোত্থেকে এলি রে? আমরা তো তোরই কথা—

কমল। চুপ কর্। পা'চাটা কুকুর কোথাকার! কই, আমার কথার জবাব দিলে না নীলিমা? তুমি আমায় ঘৃণা কর?

নীলিমা। হ্যাঁ—হ্যাঁ—করি—

কমল। মনে মনে এই কথা গোপন করে রেখে মুখে তুমি আমার সঙ্গে অ্যাদ্দিন ভালবাসার অভিনয় করতে! তার মধ্যে কোনও সত্য ছিল না— বল?

নীলিমা। না।

কমল। বেশ, আর আমি তোমাদের সময় নষ্ট করব না। আমি চললাম।

[বেগে প্রস্থান]

ক্যাবলা। আঃ! আমি তো ভয়ে কাঠ। যা গোঁয়ার। কী করতে কী করে! নাও, এখন চল।

নীলিমা। কুসী!

[কুসীর প্রবেশ]

কুসী। কি দিদিমণি?

নীলিমা। এই লোকটাকে জুতো মেরে বার করে দে!

ক্যাবলা। সে কী! এই যে বললে—

নীলিমা। দে—বার করে দে!

কুসী। চল্ মিন্সে, চল্!

ক্যাবলা। ই কিরে বাবা—হঠাৎ মাথা খারাপ হল নাকি। আচ্ছা, আর একদিন ঢুঁ মারা যাবে।

নীলিমা। [তীব্র কণ্ঠে] দূর হও!

[নীলিমা ছুটিয়া গিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল—তাহার কণ্ঠে একটা মর্মভেদী অস্ফুটস্বর বাহির হইয়া আসিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কলিকাতা। মেসের ঘর—দুই দিকে দুইখানি তক্তাপোশ, একখানায় দুইজন বোর্ডার—সৌরীন ও নীরেন বসিয়া গল্প করিতেছে। মেসের ম্যানেজার, বয়, নীতিন। সৌরীন গল্প করিতে করিতে সিগারেট টানিতেছিল, এমন সময় কমল প্রবেশ করিয়া নিজের তক্তাপোশে গালে হাত দিয়া বসিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল]

সৌরীন। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, সিনেমা জগতের যে কোনও শিল্পী, বিশেষ করে Lady Artist—তারা কী করে, কোথায় থাকে, কদ্দিন সিনেমায় নেমেছে—তার অতীত এবং বর্তমানের একটা statistics আমার কণ্ঠস্থ। আর কিছু জানবার আছে ?

নীরেন। আচ্ছা, প্রত্যেক মেয়ে যখন গান গায়, অত ছটফট করে কেন ? এখানে সেখানে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গাইতে হবে—এমন কেউ মাথার দিব্যি দিয়েছে নাকি ? ওদের বিছে কামড়ায় কিনা বুঝতে পারি না।

সৌরীন। তাও তো বটে। Hopeless—ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা চলচ্চিত্রের যুগ কিনা—তাই চলাফেরা করে গাইতে হয়।

নীরেন। ওটা ঠিক উত্তর হল না সৌরীনদা। আরো একটা আমার জিজ্ঞাস্য আছে।

কমল প্রবেশ করিয়া নিজের তক্তাপোশে বসিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সৌরীন ও নীরেন তাহার দিকে ইসারা করিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল]

সৌরীন। তারপর কি বল্‌ছিলি বল্‌।

নীরেন। এই যে, জায়গা থাক আর নাই থাক, সিনেমায় যখন গান ঢোকাতেই হবে, তখন whole orchestra আগে থেকেই বায়না করা থাকে নাকি? যখনই তারা পথে ঘাটে মাঠে সব গান গায়, তখন একসঙ্গেই সব বাজনা বেজে ওঠে—এটা আবার কী?

সৌরীন। তাও তো বটে! আচ্ছা, এর উত্তর অন্যদিন দেওয়া যাবে।

নীরেন। শুধু তাই নয়, ঘরের পয়সা খরচ করে আবার কেঁদেও আসতে হয়।

[কমল কথাটি শুনিয়া চমকাইয়া উঠিয়া তাহাদের দিকে তাকাইল]

সৌরীন। এই তো ভাই দস্তুর, আরে চিরকালটাই তো ঘরের পয়সা দিয়ে কাঁদতে হয়—এটাও জানিস্‌ নে—Hopeless!

[কমল সৌরীনের মুখের দিকে চাহিয়া অন্যদিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল]

নীরেন। [কমলের চমকের ভাব দেখিয়া ও কমলকে দেখাইয়া] সৌরীনদা, আজ কদিন ধরে দেখছি ঐ লোকটা

চুপচাপ বসে থাকে। কারও সঙ্গে কথাও বলে না—মেসের বাইরেও যায় না—পাগলটাগল নাকি ?

সৌরীন। একটা টেস্ট্ করেই দেখ না।—আচ্ছা, আমিই দেখছি। ও মশায়—Hopeless ! বলি ও মশায় ! ও দাদামশায় ?

কমল। [স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়] আমায় বলছেন ?

সৌরীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কমল। কি বলছেন ?

সৌরীন। আপনার নাম কি মশায় ? আসছেন কোত্থেকে ? নিবাস কোথায় ?

কমল। আমার নিবাস কোথাও নেই।

সৌরীন। Hopeless ! আপনি তা হলে শ্রীনির্বাস !

নীরেন। দেখলে, যা বলছিলাম তাই—একেবারে বদ্ধ-পাগল !

সৌরীন। দেখুন, আমাদের জন্যে দু কাপ চায়ের অর্ডার দিন না।

কমল। আজ্ঞে, আমার তো পয়সা নেই।

সৌরীন। Hopeless ! Hopeless !

নীরেন। চল সৌরীনদা, পাগলের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, নেয়েখেয়ে কলেজ যাওয়া যাক্।

সৌরীন। যা যা, তুই যা। আমিও ম্যাটিনি শোয়ের

দুখানা টিকিট বাগিয়েছি, আমার নতুন বান্ধবীকে নিয়ে সিনেমায় যাব।

নীরেন। বেশ আছ যাহোক।

[উভয়ের প্রস্থান। কমল তাহাদের গমন-পথের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। হোটেল-বয় প্রবেশ করিয়া খালি চায়ের কাপ লইবার সময়]

কমল। আমায় এক কাপ চা দেবে ?

হোটেলবয়। না বাবু, পারলুম না। মেনেজারবাবু বারণ কইর‍্যা দিয়েছে কিনা। ওই যে বাবু আইস্‌ত্যাছেন—

[ম্যানেজার প্রবেশ করিল]

ম্যানেজার। মশয়, বলি ভেবেছেন কি ? মেসেও থাকবেন, অথচ পয়সাও দেবেন না, লজ্জা করে না ?

কমল। আজ্ঞে, লজ্জা নেই বলেই তো আজ কথা শুনছি। তবে, আপনাকে তো আমার সোনার বোতাম দিয়েছিলাম।

ম্যানেজার। সে আর কটা টাকা ? কোন্‌দিন ফুরিয়ে গেছে। রাস্তা দেখুন, মশয়।

কমল। তা হলে এই নীলার আংটি আমার শেষ সম্বল, এইটে নিয়ে আমায় উদ্ধার করুন।

[ম্যানেজার আংটিটি লইয়া ভাল করিয়া দেখিতেই তাহার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল]

৬

ম্যানেজার। এটা আবার অন্য কারুর কাছ থেকে গ্যাঁড়া মারেন নি তো, মশয় ? দিনকাল বড় খারাপ, আবার পুলিসে চালান না দিলে বাঁচি। আচ্ছা, দিচ্ছেন—দেন। দেখুন বাবু, অসুবিধে-টসুবিধে হলে আমায় বলবেন, আমি সব ঠিক করে দেব। কোনও চিন্তা নেই।

[নীতিন প্রবেশ করিল]

নীতিন। আমার কিন্তু চিন্তা আছে।

কমল। [ঝাঁপাইয়া নীতিনের বক্ষে পড়িয়া] তুমি এ সময়ে এখানে কেমন করে, নীতিনদা ?

নীতিন। আমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় থাকি কমল।

ম্যানেজার। ওঃ, পুরাতন প্রেম বুঝি ! তা'হলে অনেক দিন বিরহের পর আপনাদের প্রভাসমিলন শুরু হোক, আমি এখন খসে পড়ি।

নীতিন। হ্যাঁ, খসে পড়বার আগে আপনাকেও ঐ আংটির বিরহ সহ্য করতে হবে কিনা ! দিন, ওটা আমায় ফেরত দিন।

ম্যানেজার। বলেন কি মশয়, ওঁর দরুন যে আমার অনেক পাওনা।

নীতিন। সেটা না বললেও চলে। আমিই টাকা মিটিয়ে দিচ্ছি।

ম্যানেজার। বলেন কি ? ঠিক বলছেন তো ?

নীতিন। বেঠিক বলাটা এখনও শিখতে পারি নি। [কমলকে] কমল, ইনিই কি মেসের ম্যানেজার ?

কমল। হ্যাঁ, নীতিনদা।

নীতিন। আপনার পাওনা কত ?

ম্যানেজার। আজ্ঞে, আজ পর্যন্ত একশ' নিরেনব্বই টাকা চোদ্দআনা দশ পাই—

নীতিন। আপনার অসাধারণ স্মরণশক্তি।

ম্যানেজার। সেটা আমাকে অনেকেই বলে থাকেন বটে—হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ। এই দেখুন না, ওই তের নম্বরের কাছে পাওনা উনপঞ্চাশ টাকা দশ আনা আট পাই—বাইশ নম্বরের কাছে পাওনা বাহাত্তর টাকা এক আনা এক পাই—আর ওই—

নীতিন। থাক্ থাক্ যথেষ্ট হয়েছে—এখন কমলের দরুন একটা রসিদ করে নিয়ে আস্থন। এই নিন্, আপনার দুশো টাকা।

[দুইখানা একশ টাকার নোট ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া দিল]

ম্যানেজার। তা'হলে আপনি এক আনা দুই পাই ফেরত পাচ্ছেন স্যার্।

নীতিন। বোধ হয়। তাই পাঠিয়ে দিন।

ম্যানেজার। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থানোদ্যত]

নীতিন। আর একটা কথা।

[এক হাত ম্যানেজারের দিকে বাড়াইয়া কমলের দিকে চাহিয়া]

ম্যানেজার। আজ্ঞে হ্যাঁ, বলুন।

নীতিন। ওই আংটি ফেরত দিতে হবে যে।

ম্যানেজার। মাফ করবেন স্যার, জীবনে এই আমার প্রথম ভুল হল।

নীতিন। তা হবারই কথা।

[ম্যানেজার নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আংটিটি ভাল করিয়া দেখিয়া ফিরাইয়া দিল]

ম্যানেজার। [দীর্ঘনিঃশ্বাসে] এই নিন।

নীতিন। দিন।

[আংটি লইয়া কমলের আঙুলে পরাইয়া দিল। ম্যানেজার প্রস্থান করিল]

নীতিন। তারপর, কমল?

কমল। নীতিনদা।

নীতিন। আর নীতিনদা বলো না। এদিকে দাদাও বলবে আর আমার একটা কথাও শুনবে না, তা—

কমল। তুমিও আমার ওপর বিরূপ হলে নীতিনদা?

নীতিন। স্বরূপ-বিরূপের কথাই হচ্ছে না। তোমায় যে একটা আদর্শবাদী পুরুষ দেখেছিলাম, সে পুরুষত্বই বা কই,

আর সে আদর্শই বা গেল কোথায়? কত কবিতা, কত স্বদেশী গান লিখতে। তারাও ফুরিয়ে গেল আজ?

কমল। কবিতার সব ছন্দ হারিয়ে বসে আছি নীতিনদা, আর কিছুই লিখতে পারি না।

নীতিন। কিচ্ছু হারায় নি—কেবল ঘুমিয়ে আছে। যার এমন উচ্ছল প্রাণশক্তি তার কিচ্ছু হারায় না। তোমার বন্ধুরা সব কোথায়?

কমল। তারা কে কোথায় আছে, আমি জানি না।

নীতিন। তুমি কী ছিলে, আর কী হয়ে গেলে?

কমল। নীল শাড়িই আমার চোখে মায়াকাজল পরিয়ে দিয়েছিল নীতিনদা। যাক্, আজ আর আমার কেউ নেই!

নীতিন। কেউ নেই কেন, তোমার সব আছে।

কমল। না না নীতিনদা, কেউ নেই—আমার কেউ নেই। যারা ছিল, তাদের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। হয় তারা আজ মরে গেছে, না হয়—

নীতিন। ওসব কথা মন থেকে দূর করে দাও। চল আমার সঙ্গে, দেখবে তোমার জীবন থেকে কেউ হারায় নি। তা ছাড়া তোমার ছেলে কি রকম—

কমল। আমার ছেলে! সেই আট বছর আগে—সেই যাকে দেখেছিলাম, সেই—

নীতিন। হ্যাঁ সেই ছেলে। দেখবে কেমন সুন্দর, কেমন বলিষ্ঠ, কেমন নির্ভীক ছেলে তোমার।

কমল। আমি যাব নীতিনদা।

নীতিন। তবে তৈরি হয়ে নাও। ওখানে একটা সভার আয়োজন করেছি, তুমি লিখবে তার উদ্বোধন সঙ্গীত।

কমল। আর কি সে রকম পারব, নীতিনদা?

নীতিন। নিশ্চয়ই পারবে, আত্মবিশ্বাস হারালে আর কী নিয়ে বাঁচবে কমল? নাও, তৈরি হয়ে নাও।

[কমল জিনিসপত্র গোছাইতে লাগিল। ম্যানেজার প্রবেশ করিল]

ম্যানেজার। এই নিন মশয়, আপনার রসিদ আর এই পাঁচপয়সা হিসেবে এক আনা দুই পাই হয়, এক পাই আমার ঘর থেকেই গেল—Damn loss! তা যাক্, এ রকম আমার কতই যে যায় তার ঠিক নেই।

[নীতিন হাত বাড়াইয়া রসিদ ও পয়সা লইল]

আজ রাত্তিরে আপনাদের দুটো meal-এর অর্ডার দেব কি?

নীতিন। আজ্ঞে না, যথেষ্ট হয়েছে—আমরা এক্ষুনি রওনা হচ্ছি। এস কমল—

[কমল ও নীতিন বাহির হইয়া গেল। ম্যানেজার কিঞ্চিৎ নতমুখে স্তব্ধ থাকিয়া]

ম্যানেজার। Damn loss—Damn loss—Damn loss—

[শেষের স্বরটা বাঁকিয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নীলিমার কক্ষ—একটিমাত্র দেরাজওয়ালা কাঠের টেবিল ছাড়া সে কক্ষে আর কিছু নাই।

নীলিমা, কুসুম ও ক্যাবলা]

কুসুম। সব আসবাবপত্তর বেচে দিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ, দিদিমণি ?

নীলিমা। শুধু জিনিসপত্তর বেচে দিই নি রে কুসি, আমি নিজেকেও বেচে দিয়েছি।

কুসুম। আবার কার কাছে বেচলে ?

নীলিমা। ভগবানের কাছে। খেলতে গিয়ে বড় ধরা পড়ে গেছি রে কুসুম, বড্ড ধরা পড়ে গেছি।

কুসুম। তুমি এই কদিন ধরে ঘরে বাইরে পাগলের মত ছোটাছুটি করছ, আপন মনেই বিড়বিড় করে বকছ, চুল উস্কোখুস্কো, আমি ভয়ে কোন কথাটি জিজ্ঞেস করতে পারি নি। শুধু একটা কথা—

নীলিমা। জিজ্ঞেস করতে চাস—এই তো ? তা কর না। তুই কি জানতে চাস, বল ?

কুসুম। হঠাৎ এসব কী করলে দিদিমণি ?

নীলিমা। তুই কাউকে ভালবেসেছিস কুসি ?

কুসুম। ওমা, তা আর বাসি নি ! ভালবাসার যে কী জ্বালা, তা আমি খুব জানি।

নীলিমা। তোর দাদাবাবুকেও আমি খুব ভালবাসি। আর ওইজন্যেই আমি তাকে সরিয়ে দিয়েছি।

[দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল]

কুসুম। ওমা, এ কী উল্টো কথা দিদিমণি!

নীলিমা। আমার ভালবাসাটা একটু উল্টো রকমের কুসুম!

[নেপথ্য হইতে স্বামীজী]

স্বামীজী। মা বাড়ি আছ?

নীলিমা। এই যে আছি। আসুন বাবা, ভেতরে আসুন। স্বামীজী এয়েছেন—যা কুসি, একটু ভেতরে যা।

[স্বামীজীর প্রবেশ]

নীলিমা। এই যে আসুন বাবা।

[গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম]

স্বামীজী। [চোখ বুজিয়া আশীর্বাদ করিয়া] ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণা হও মা।

নীলিমা। আপনার দর্শনের জন্যে মনটা বড় অস্থির হয়েছিল বাবা।

স্বামীজী। তোমার বাইরের মন অস্থির হয়েছিল মা, তোমার ভেতরের মনটা স্থির ছিল—নইলে কি তুমি এত বড় কাজ করতে পার, সেটা আত্মস্থ হয়ে চিন্তা করলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে মা।

নীলিমা। ভগবানের দেওয়া এই ঘরবাড়ি, টাকাকড়ি—আমি তাঁর সেবাইত—এই ভাব যেন আমার কদিন ধরেই মনে আসছে। আজ এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে এ পাপীকে দয়া করেছেন, আজ আমার সব গ্লানি কেটে গিয়েছে।

স্বামীজী। ওই নীল আকাশের উপর যাঁর আসন পাতা আছে, তিনিই নিক্তির ওজনে সব বিচার করে যাচ্ছেন। যার যা প্রাপ্য, তাকে তাই ফিরিয়ে দিচ্ছেন, আমরা সামান্য মানুষ হয়ে কতটুকুই বা বলবার শক্তি রাখি—কে পাপী আর কে পুণ্যাত্মা।

নীলিমা। আপনার কথায় মনে বড় শান্তি পেলাম, বাবা। এদিকের কাজ সব শেষ হয়েছে।

[দেরাজ হইতে দলিল বাহির করিয়া]

এখন আমার নিজের বাড়ির এই দানপত্র, আর গয়নাগাঁটি বেচে পঁচিশ হাজার টাকার এই চেক আপনার হাতে দিলাম, অনাথ আশ্রমের কাজে লাগাবেন—এইটেই আমার শেষ ভিক্ষা।

স্বামীজী। তাই তো বলছিলাম মা, কে বড় আর কে ছোট—আমরা বিচার করবার মালিক নই। এটা তুমি নিশ্চয় জেনো মা, ত্যাগেই মানুষকে বড় করে।

নীলিমা। তাই চিঠিতে আমার সব কথাই তো খুলে জানিয়েছি স্বামীজী!

স্বামীজী। তা জানি মা জানি, যাকে ভালবাসা যায়, তাকে শুধু কাছেই রাখা যায় না—আবার দূরেও সরিয়ে দিতে হয়। অন্তশুর্দ্ধি না হলে যে কর্মশুদ্ধি হয় না! তোমায় আশীর্বাদ করি মা, সেই সচ্চিদানন্দের স্পর্শ তুমি যেন পাও।

নীলিমা। হ্যাঁ, সেই আশীর্বাদই আমায় করুন। তা নইলে আজ কী নিয়ে আমি বাঁচব স্বামীজী?

স্বামীজী। তা হলে অনাথ আশ্রমের ভার নিতে কখন আসছ মা?

নীলিমা। আমার একটা কাজ এখনও বাকী আছে—সেটা সেরেই চলে যাব।

স্বামীজী। এস মা, তাই এস। তোমার মত জননীর যত্ন পেলে অনাথ শিশুদেরও অনেক মঙ্গল হবে।

[নীলিমা গলায় আঁচল দিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিল]

স্বামীজী। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান]

[নীলিমা চোখ বুজিয়া জোড়হস্তে প্রণাম করিল, কুসুম প্রবেশ করিল]

কুসুম। দিদিমণি, ক্যাবলাবাবু এসেছেন—

নীলিমা। তাড়িয়ে দে--তাড়িয়ে দে। না না তাকে ডেকে আন্—দেনাপাওনা সব চুকিয়ে যেতে হবে কি না—

কুসুম। তোমাকে বুঝতে পারলাম না দিদিমণি।

নীলিমা। আর বুঝেও কাজ নেই। [ঘৃণার সহিত] যা, ওটাকে পাঠিয়ে দে, আর আমার সময় নেই! [কুসুমকে

ঠেলিয়া দিল] কেমন লোকের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলাম—এখন আবার সেই নরকের কীটের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

[চিন্তিতভাবে পদচারণা।
ক্যাবলার প্রবেশ ; প্রবেশ করিয়াই]

ক্যাবলা। এই যে, এখুনি এক মোহান্ত বাবাজীকে দেখলাম যে বড় !

নীলিমা। হ্যাঁ, তার হয়েছে কী ?

ক্যাবলা। হবে আর কী ? তবে, এখনও কি তার মোহের অন্ত হয় নি ? তাই বুঝি মোহান্ধ হয়ে তোমার চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছেন ?

নীলিমা। [তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া] ক্যাবলা, তুমি মানুষ না পশু ?

ক্যাবলা। ওরই মাঝামাঝি একটা কিছু যাই বল ভাই, তুমি রাগলে ভা-রী মিষ্টি দেখায় মাইরি !

নীলিমা। বাঃ—চমৎকার ! তারপর ?

ক্যাবলা। তারপর—তারপর শাহাজাদী, সম্রাট নন্দিনী, কতকাল ক্যাবলা আর আশাবৃক্ষে সিঞ্চিবে সলিল ?

[নীলিমা উত্তর না দিয়া তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বিকট হাস্য করিল]

ক্যাবলা। ওকি, তুমি অমন করে হাসছ কেন ? এ কি, তোমার ঘরের এত আসবাবপত্তর সব গেল কোথায় ?

নীলিমা। বেচে দিলাম।

ক্যাবলা। [বিস্মিত ভাবে] কেন !

নীলিমা। এতদিন এক ডালে বসেছিলাম, আবার পাখা ঝাপটিয়ে অন্য ডালে উড়ে যাব কিনা, তাই সব বেচে দিলাম।

ক্যাবলা। তা হলে মালিনী, আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর ! ভেবেছিলাম, নোট্রাম্প মেরেই জীবনটা কাটিয়ে দেব ছাই—যাক্‌গে, তা হলে আমরা এখন কোথায় যাব ?

নীলিমা। একটু সবুর কর, সব জানিয়ে দিচ্ছি। তারপর ক্যাবলা, আগে বল তোমার বন্ধুর খবর কি ?

ক্যাবলা। শুনলাম নাকি কম্‌লা ব্যাটা কোন্ একটা মেসে উঠেছে। খাবার পয়সা দিতে পারছে না বলে তারা নাকি মারধোর করছে।

নীলিমা। সে কি ! কোন্ মেস্ ?

ক্যাবলা। তা জানি না, তবে শুনলাম।

নীলিমা। ও ! তোমার আর সব বন্ধুরা ?

ক্যাবলা। তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিলাম। তুমি যাই বল মাইরি, তুমি বড্ড নিষ্ঠুর ! যতবার এসেছি—ওই তোমার ঝি বলে কিনা তুমি খুব ব্যস্ত আছ—সময় নেই, দেখা হবে না, বেরিয়ে গেছে। তারপর অ্যাদ্দিন পরে আমার ইন্টারভিউয়ের ডেট পড়ল। তা যাই বল ভাই, সেদিন যখন আমাদের বেশ জমে উঠেছে, তখন ওই শালা কম্‌লা এসে—

নীলিমা। [সগর্জনে] ক্যাবলা ! বেরিয়ে যাও এখান থেকে ! যারা কমলের মত লোকের সর্বনাশ করে, তাদের

টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ওই পথের কুকুরদের খাওয়াতে হয় !

ক্যাবলা। তবে সেদিন তুমি এত কথা বললে কেন ?

নীলিমা। কুকুরের স্বরূপ দেখবার জন্যে। ভুলে যেয়ো না নেমক্‌হারাম, আমি একদিন নামকরা অভিনেত্রী ছিলাম।

ক্যাবলা। কিন্তু ভুলি নি—[ছুরিকা বাহির করিয়া] তুমি নামকরা অভিনেত্রী, আমিও আজকাল নামকরা গুণ্ডা। শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি। তবে যাবার আগে—

নীলিমা। যাও, চলে যাও—আর কোন কথা নয়।

ক্যাবলা। হ্যাঁ যাব—তবে যাবার আগে [ছুরিকা উত্তোলন করিয়া] তোমার কথার উত্তর দিয়ে একেবারে চলে যাব।

নীলিমা। [হাস্য] আমায় খুন করবে ?

[ক্ষিপ্রপদে পিছনে হটিয়া দেরাজ হইতে পিস্তল বাহির করিয়া সম্মুখে তুলিয়া ধরিল]

তা জানি, আর জানি বলেই আমিও প্রস্তুত, শয়তান !

[ক্যাবলা পিছু হটিতে লাগিল]

নীলিমা। [ঘৃণামিশ্রিত বিদ্রূপ কণ্ঠে] কী বীরপুরুষ, পিছু হট্‌লে কেন ? [ক্রোধের সহিত] এতদিন যে নারীর অন্যরূপ দেখেছ, আজ তার অসুর-নিধনের রূপ একবার ভাল করে দেখে নাও।

ক্যাবলা। [কাঁপিতে কাঁপিতে] আমায়—আমায়—ক্ষ—ক্ষমা কর। আমি—আমি চ—চলে যাচ্ছি।

নীলিমা। [সগর্জনে] যাও, দূর হও—

[ক্যাবলার পলায়ন।
কুসুম ত্রস্তপদে প্রবেশ করিয়া ভীতকণ্ঠে বলিল]

কুসুম। ও কি, ও কি দিদিমণি? তোমার পায়ে পড়ি—থাম, তুমি থাম।

[নীলিমা কিছুক্ষণ কুসুমের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া তারপর মৃদুহাস্যে কহিল]

নীলিমা। এই নে, খেল্‌নার পিস্তলটা কাউকে দিয়ে দিস্‌।

[পিস্তলটা মেঝেতে ছুঁড়িয়া দিল]

তৃতীয় দৃশ্য

[চণ্ডীমণ্ডপ।
কাদম্বিনী, মোহিনী, ক্যাবলা, থেলো হুঁকো হস্তে দাঠাকুর, রামতারণ, বঙ্কুবিহারী]

কাদম্বিনী। সবই অদেষ্ট দাঠাকুর, নইলে ক্যাবলা ফিরল, আর আমার কমল এল না?

দাঠাকুর। কি বললে? ক্যাবলা ফিরে এল! কই, আমার গদ্দা এল না?

কাদু। শুনেছি, আজই ফিরেছে, তাই না রে মোহিনী?

মোহিনী। ওই বিট্‌লে বামুনের খোঁজ রাখতে আমার ভারি দায় পড়েছে। মর্ মর্ মিন্সে!

কাছু। তোকে কোনও কথা বলতে গেলেই যে মর্ মর্ করে উঠিস মোহিনী, এখন সত্যি মলে নিস্তার পাই। আর ভাল লাগে না বাছা! একেই তো মন ভাল নেই। বউমার যে কী বুকের অসুখ হল! বেশ আছে, হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কখন যে কী হয়, কিছু বলা যায় না।

মোহিনী। ওই মড়াদের জন্যেই তো ওর অসুখ হল। অমন সোনার প্রতিমা! মর্ মর্ তোরা!

দাঠাকুর। ওরে বাবা, এইবার বুঝেছি, আমার নাতজামাই কেন বেবাগী হয়ে চম্পট দিয়েছে! এ কি, ক্যাবলা হঠাৎ!

[ক্যাবলার প্রবেশ]

কাছু। এই যে ক্যাবলা! কবে এলি? আমার কমল কোথায়?

ক্যাবলা। প্রাণে বেঁচে আছে, এই জানি।

মোহিনী। এই এলেন এক অবতার। হাড়হাবাতে, হতচ্ছাড়া, গাঁয়ে ঢুকতে লজ্জা হল না? মর্ মর্ মিন্সে!

ক্যাবলা। দেখ পিসী, তুমি ডেকে এনে আমায় অপমান করাচ্ছ, আমি চললুম।

[প্রস্থানোদ্যত]

মোহিনী। মান থাকলে তো অপমান হবে! [মুখ ঝামটা দিয়া] মর্—

কাদু। ওমা, সে কি কথা? আমার কমল কোথায় বলে যা।

দাঠাকুর। আর আমার গদ্দা?

ক্যাবলা। তোমার গদ্দা—হুঁঃ।

মোহিনী। আর তুমি বুঝি ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির? সবাইকে ডুবিয়ে এখানে দাঁত বের করে হাসতে এসেছ? মর্ মর্ মিন্সে!

[বেগে বাহির হইয়াই ধাক্কা খাইয়া]

মর্, এ আবার কে? ওরে বাবা। কে লা? ওমা, তুমি?

[মাথায় ঘোমটা দিল।

বঙ্কুবিহারীর প্রবেশ—সাধুর বেশ, গৈরিক, গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, একমুখ দাড়ি]

কাদু। [আগাইয়া আসিয়া] কে রে মোহিনী? ওমা, বঙ্কু নাকি?

দাঠাকুর। [সামনে আসিয়া] কে? নাতজামাই?

বঙ্ক। আজ্ঞে, হ্যাঁ—আমি বঙ্কুবিহারী।

কাদু। ওলো মোহিনী, পেন্নাম কর্, পেন্নাম কর্—সোয়ামীর পায়ের ধুলোই মেয়েনোকের সব্বিস্বি, নে ঠাকুরকে পেন্নাম কর্। হয়েছে হয়েছে, আমাকে আর করতে হবে না।

[মোহিনী প্রথমে ঠাকুরকে, তারপর বঙ্কুবিহারী, কাদম্বিনী ও শেষে দাঠাকুরকে প্রণাম করিল]

দাঠাকুর। ঠাকুর-দেবতার নামে গায়ে যে বড় জ্বর আসত রে! এখন যে ভারী ভক্তি!

মোহিনী। তুমি কী যে বল দাঠাকুর!

দাঠাকুর। দেখ ভায়া, তোমার এই জটাজুট আর এই একগাল দাড়ি নিয়ে আসাটা মোটেই ঠিক হয় নি। আমার নাতনী ভয় পাবে যে! [মোহিনীর দিকে] তারপর নাতনী, আর একবার বল, মর্ মর্ মিন্সে, প্রাণ ভরে একবার শুনি।

ক্যাবলা। পিসী, এবার আমায় ছেড়ে দাও—

কাদু। একটু দাঁড়া বাবা, আরও যে দু একটা কথা আছে—

মোহিনী। কেন আর ওকে আট্‌কে রাখছ পিসী, যেতে চাইছে, আপদ বিদেয় হোক!

কাদম্বিনী। তুই একটু চুপ করতো মা, দেখছিস না, জামাই রয়েছে—! [বঙ্কুর প্রতি] হ্যাঁ বাবা, এমনি করে কি ভুলে থাকতে হয়?

বঙ্কু। তুমি ঠিক কথাই বলেছ পিসী, আমি আগে বুঝতে পারি নি। নীতিন বাবুর সঙ্গে দেখা হল হঠাৎ। আমি যাচ্ছিলাম কুম্ভমেলায়।

দাঠাকুর। ঠিকই করেছ ভাই! কুম্ভমেলায় যাচ্ছিলে, এবার ঘরের কুম্ভটিকে ভাল করে গলায় বেঁধে নিয়ে যাও। সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে নিয়েই যে ধম্মকম্ম করতে হয়, এটা ভুলে গেলে চলবে কেন ভায়া!

বঙ্কু। নীতিন বাবুও এই কথাই আমায় বললেন, কাল তিনি কমলকে নিয়ে এখানে আসছেন—

৭

ক্যাবলা। [সচমকে] কমল আসছে? কালকেই?

[মুখ বিবর্ণ হইল]

কান্থ। এঁ্যা! আমার কমল আসছে? ওরে আমার কমল আসছে! ওরে মোহিনী, তুই একটু থাক, আমি যাই, বৌমাকে সুখবরটা একবার দিয়ে আসি। এ্যাদ্দিন পরে ভগবান, তুমি মুখ তুলে চাইলে!

[যুক্তকরে প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

ক্যাবলা। দাঠাকুর, আমিও যাই, আমার শরীরটা ভাল নেই!

মোহিনী। কমলদার আসা শুনে কি আর শরীরটা ভাল থাকে? তা যাও, আপদ এক্ষুণি বিদেয় হও!

দাঠাকুর। চল্, আমিও যাই [হাসিয়া মোহিনীর প্রতি] তাহলে নাতনী, এখন আমরা খসে পড়ি, কি বল? হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—

[উভয়ের প্রস্থান]

মোহিনী। তা হলে সাধুগিরি তোমার ভেক ছিল বুঝি?

বঙ্কু। ফিরে যখন এসেছি, তখন বলতে পারো বৈ কি!

মোহিনী। এখানে আর থাকব না—আমরা নিজের বাড়ীতে চলে যাব সেটা আগেই বলে রাখছি—

বঙ্কু। আজই যাবে না কি?

মোহিনী। না, আজ নয়, কমলদা আসুক—তার সঙ্গে দেখা করে চলে যাব।

বন্ধু। তারপর?

মোহিনী। তারপর ছাড়বে গেরুয়া—কামাবে ঐ দাড়ীর জঙ্গল আর ছাঁটবে জটাজুট! রোসো না—এক্ষুনি নাপিত ডাকছি।

বন্ধু। এই ভর সন্ধ্যেবেলায়?

মোহিনী। [হাসিয়া কৃত্রিম কোপ সহকারে] না তো কী? যত বিটকেলেমি! মর্ মর মিন্—এই যাঃ—[জিভ কাটিল]

চতুর্থ দৃশ্য

(সভাদৃশ্য : শ্রীমন্তপুর)

[দূরে গান শোনা যাইতেছে। মিটিংয়ের জন্য ছোট একটু প্ল্যাটফর্ম করা হইয়াছে। কথা কহিতে কহিতে কমল ও নীতিন প্রবেশ করিল]

কমল। কত কাল পরে শ্রীমন্তপুর গাঁয়ে ফিরে এলাম—কত কাল পরে। এর আকাশ বাতাস আমার কত পরিচিত। কত আপনার! ঐ মাঠে, ঐ পদ্মার চরে কত ছুটোছুটি করেছি,—ঐ নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে কত সাঁতার কেটেছি। আজ মনে হচ্ছে, যেন নির্বাসন থেকে মায়ের কোলে ফিরে এলাম।···কৈ নীতিনদা, এখনো তো কেউ আসে নি।

নীতিন। এখুনি এসে পড়বেন। কিন্তু তার আগে তুমি একবার নীলিমার সঙ্গে দেখা করলে পারতে। বিশেষ করে তার শরীরটা আজকাল ভাল নেই!

কমল। না নীতিনদা। তার সঙ্গে দেখা করার মুখ নেই—তাই বলছি, তার সঙ্গে দেখা সকলের সামনে, এই মিটিংয়ে হবে। যে অপরাধ করেছি—জানি না তার ক্ষমা আছে কি না!

নীতিন। এমন কোন অপরাধ নেই, যার ক্ষমা নেই। আজ যে মিলন-মন্দির দেখে তুমি এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলে, সে ঐ নীলিমারই সৃষ্টি! সে যে আজ অগ্নিশুদ্ধা সীতার মত সংসারের মাঝে থেকেও মানুষের কল্যাণ-কাজে এমন ভাবে বেরিয়ে আসতে পেরেছে—সে আগুন তোমারি জ্বালানো।

কমল। আমার জ্বালানো!

নীতিন। হ্যাঁ কমল। সে আগুন দুঃখের আগুন, বিচ্ছেদের আগুন। তুমি এই আগুন জ্বেলে দিয়ে না গেলে ওকে দিয়ে আমি এই বিরাট কাজ করাতে পারতাম না। শুধু তাই নয়, তুমি দেখবে, নির্বাসিতা সীতা যেমন করে লবকুশকে তৈরী করেছিলেন, ঠিক তেমনি করে বিমলকে তৈরী করেছে নীলিমা। তোমার উচিত ছিল সব আগে গিয়ে তাকে আশীর্বাদ করা।

কমল। তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারবে না নীতিনদা, তার সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে অত সহজ নয়।

নীতিন। তাই সটান্ এসে আমার বাড়িতে ঢুকে পড়লে, আর বেরোবার নামটি নেই? একটা অন্যায়কে ঢাকতে গিয়ে

আরও দশটা অন্যায় করা কি উচিত হবে, কমল? ওই যে নীলিমা এই দিকেই আসছে।

কমল। [সশঙ্কিত ভাবে] আমি তার সামনে কি মুখ নিয়ে দাঁড়াব, নীতিনদা?

[নীলিমার প্রবেশ]

নীলিমা। যে মুখ নিয়ে, যে শুচিতা নিয়ে আজ নীতিনদার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ।

কমল। তুমি—নীলিমা—আমি—না—না—তোমার নাম ধরে ডাকবার যোগ্যতা আমার নেই—! [নতমুখে] তুমি আমায় ক্ষমা কর!

নীলিমা। নীতিনদা যখন তোমায় ক্ষমা করেছে, তখন আমি কেন, সমস্ত পল্লীবাসীর ক্ষমা তুমি পেয়েছ। আর আমি তোমায় ক্ষমা করব কোন্ অধিকারে? আমি তোমার স্ত্রী। বরং তুমিই আমায় ক্ষমা কর। কত অপরাধ করেছি তোমার কাছে।

[কমল ও নীতিনকে প্রণাম করিল]

নীতিন। শোন কমল, নীলিমা এই আদর্শ পল্লীর পরিচালিকা; তার নির্দেশ নিয়ে তোমায় কাজ করতে হবে। শুধু স্বামীত্বের গর্ব নিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

নীলিমা। আর এটা তো নীতিনদারই নির্দেশ!

নীতিন। না, নীলিমা! কমলকে বুঝতে দাও—যে, নারী কেবল পুরুষের হুকুম তামিল করতে আসে নি, শুধু

চোখের জল ফেলতে জন্মায় নি—নারী শুধু দুদিনের খেলার জিনিস নয়? [কমলের প্রতি চাহিয়া] না কমল—তুমি সব সময় মনে রাখবে, নীলিমারই নির্দেশ—আমার নয়!

কমল। তুমি দেখে নিও নীতিনদা, আমার কাজের মধ্যেই তার পরিচয় পাবে।

নীতিন। হ্যাঁ, পাবোই তো, নিশ্চয় পাব। তুমিই যে আমার মানস-কমল, এই কথাটাই তো আজ তোমার মুখে শুনতে চাই।

[সদানন্দের সঙ্গে বিমলের প্রবেশ]

বিমল। কী শুনতে চাও, জ্যাঠামণি? আমি কিন্তু তোমার মুখে আবার নেতাজীর জীবনকথা শুনতে চাই।

[কমলকে দেখিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া তারপর কহিল]

বিমল। ইনি কে, জ্যাঠামণি?

নীতিন। ইনি? [নীলিমার মুখের দিকে চাহিতে সে সম্মতি জানাইল] ইনি—তোমার বাবা, প্রণাম কর।

[বিমল কমলের মুখের দিকে, নীতিন ও নীলিমার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল]

নীলিমা। তোমায় তো দুবার কোনও কথা বলতে হয় না, বিমল।

[বিমল কমলের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল]

কমল। [অশ্রুরুদ্ধ স্বরে] আমায় ছুঁসনে—ওরে আমায় ছুঁসনে—। আমি—

নীতিন। [ধমকের সুরে] কী হচ্ছে, কমল ? তোমার ছেলে তোমাকে প্রণাম করছে। তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থিয়েটার করবে নাকি ?

বিমল। [কমলের হাত ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া] তুমি এতদিন কোথায় ছিলে, বাবা ? এতদিন আস নি কেন ? মাকে তোমার কথা কত জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু—

সদানন্দ। [চোখ মুছিয়া] এবার যাই—ওদিকের কাজটা সেরে আসি।

কমল। [করজোড়ে] নায়েবকাকা, বলুন, আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন।

সদানন্দ। [গাঢ়স্বরে] আর ক্ষমার কথা তুলছ কেন খোকাবাবু ? আমার মত বয়েস হোক, তখন বুঝবে, তোমাদের হারিয়ে আবার ফিরে পাওয়া যে কী বস্তু !

নীলিমা। কাকাবাবু।

সদানন্দ। কী মা ?

নীলিমা। আমার কি যাওয়ার দরকার আপনার সঙ্গে ?

সদানন্দ। তুমি সঙ্গে এলে তো সোনায় সোহাগা হয়। কেন না আমি বুড়ো মানুষ, তোমাদের মনের মত করে কি সব জিনিষ করে উঠতে পারব ? তাই—

নীলিমা। আচ্ছা চলুন, আমি যাচ্ছি।

নীতিন। কী ব্যাপার ?

সদানন্দ। [কাছে গিয়া] আজ আট বছর পরে খোকাবাবু নিজের বাড়িতে ঢুকবেন, কাজেই—একটু সাজানো-গোছানো, দু-চারটে ফুল, একটা মালা—

নীতিন। [নীলিমাকে] আর ওই সঙ্গে একটা নীল শাড়িও পরবে। [নীলিমার মুখ লজ্জায় অবনত হইল] এ কি! এতে লজ্জা পাবার কী আছে ভাই? এ তো খুব ভাল কথা! [নীচু গলায়] তা হলে আজ ইতরজনের বরাতেও মিষ্টান্ন আছে বল।

নীলিমা। নিশ্চয়!

নীতিন। ভাল কথা, মিটিংটা শেষ করেই আমি কমলকে নিয়ে যাচ্ছি।

বিমল। মা, আমি আসব?

নীলিমা। তুমি? ওর কি কোন দরকার আছে এখানে নীতিনদা?

নীতিন। না, না, কিচ্ছু না—যাও বিমল!

[নীলিমা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কমলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল]

নীলিমা। একদিন তুমি আমার হাত ধরে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলে। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, অনেক ঘটনা ঘটেছে, অনেক হাসি, অনেক কান্না বয়ে গেছে জীবনের ওপর দিয়ে। আজ আবার নতুন করে তোমার গৃহপ্রবেশ। আমার ইচ্ছা, আজ বিমল তোমার হাত ধরে তোমাকে বাড়িতে

ফিরিয়ে নিয়ে আসুক। দেরী করো না—মিটিং শেষ হলেই চলে এস!

কমল। তাই হবে, নীল!

[নীলিমা, বিমল ও সদানন্দের প্রস্থান]

নীতিন। ওই যে ওরা সব আসছে—।

[গান গাহিতে গাহিতে মিলন-মন্দিরের ভলাণ্টিয়ারদলের প্রবেশ—তাহাদের হাতে ত্রিবর্ণ পতাকা, তাহাদের পশ্চাৎ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকা ও গ্রামের বালক-বৃদ্ধ-যুবা প্রবেশ করিয়া দুই দিকে সারি দিয়া দাঁড়াইল]

গান

আগে চল্ আগে চল্
জেগে ওঠে ধরাতল—
বাঁধি' মন অগণন
জনগণ অচপল!
আগে চল্ আগে চল্

দুর্জ্জয় অভিমান
ভেঙে পড়ে খান্ খান্—
দোলে তাজা খুনে রাঙা
মিলনের শতদল।
আগে চল্ আগে চল্!

[গান শেষ হইলে সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি—কমল ও নীতিন প্ল্যাটফর্মের উপর বসিল, অন্যান্য সকলে নীচে বসিল]

নীতিন। সমবেত ভাইবোন, আজ একটি বিশেষ আনন্দের সংবাদ আছে। নীলিমা দেবী তাঁর যথাসর্বস্ব দিয়ে এই কাঞ্চনগড় জমিদারি কিনে জনসাধারণের সেবায়, আপনাদেরই হাতে আবার অর্পণ করলেন।

[সকলে—সাধু সাধু]

এই গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এই সম্পত্তির একটা ট্রাষ্টি করা হয়েছে, আজ তার শুভ উদ্বোধন। আপনারা শুনে আরও সুখী হবেন যে শ্রীযুত কমল রায় তাঁর নিউ প্যালেস আমাদেরই হাতে তুলে দিয়েছেন আর তিনিই তার নাম দিয়েছেন মিলন-মন্দির।

[সকলে—সাধু সাধু]

[নীতিন বসিয়া পড়িল। দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতে একজন উঠিয়া]

দর্শক। কমলবাবু কিছু বলুন!

[কমল নীতিনের মুখের দিকে তাকাইল]

নীতিন। বল কমল, তোমার যা বলবার আছে বল।

কমল। [দাঁড়াইয়া] যদিও আপনাদের সমবেত দৃষ্টির আঘাতে আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি, তবু একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব যে নীতিনদাই আমাকে মানুষের মত করে আজ আপনাদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন, মানুষ হয়ে বাঁচবার অধিকার দিয়েছেন। আজ আপনাদের আমি সবাইকে ফিরে পেলাম, এ যেন আমার মহামুক্তি! আমার ক্লান্ত

জীবনে, রিক্ততার বেদনায় নীতিনদাই দিয়েছেন অসীম উৎসাহ আর অফুরন্ত আশা।

[নীলিমার প্রবেশ]

নীলিমা। আর সেই আশার আলো তোমার মুখে দেখবার জন্যেই আজ ছুটে এসেছি।

কমল। কে? নীলিমা? তুমি? আবার এখানেও? কেন? কেন?

নীলিমা। কেন, আসতে নেই? আমিও মানুষ, আমারও বুকে আছেন সেই ভগবান যিনি আমাকেও দয়া করেছেন ঠিক তোমারই মত!

কমল। না না! নীলিমা, তুমি যাও, তুমি চলে যাও এখান থেকে, আমায়—আমায় শুধু বাঁচতে দাও।

নীলিমা। কিন্তু জান কমল, আজ তোমার এই বাঁচার মূলে আছি আমি। আমিই তোমায় মুক্তি দিয়েছি, আমিই তোমাকে নিঃস্ব করে নিয়ে তোমাকে বাঁচিয়েছি, আর যা কিছু অলঙ্কার হীরে-জহরৎ তুমি আমায় দিয়েছ, সবই নিয়ে এসেছি, এই এর মধ্যে—[সুটকেস দেখাইল] হিসেবের খাতায় সব দেখতে পাবে। আর এই নাও আড়াই লাখ টাকার চেক, সব দেখেশুনে নিয়ে আজ আমায় মুক্তি দাও।

[সুটকেস তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল]

কমল। কিন্তু ওসব আমি আর নিতে পারি না। দেওয়া জিনিস ফিরে নেবার অধিকার আমার নেই!

নীলিমা। কিন্তু ফিরিয়ে দেবার অধিকার আমার আছে। নীতিন বাবু, আপনার বন্ধুকে বুঝিয়ে বলুন—আমার সময় বেশী নেই।

নীতিন। কমল যদি তার দেওয়া জিনিষ ফিরিয়ে না নেয়?

নীলিমা। নীতিন বাবু, আমি আপনার সব কথাই জানি। আমি তাকে মুক্তি দিয়েছি বটে, কিন্তু আপনিই তাকে ফিরিয়ে এনেছেন। নইলে—

নীতিন। নইলে—কি করতেন?

নীলিমা। আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর অন্য কোনও উপায় ছিল না।

কমল। তোমার উপায় কি ছিল না, সে বক্তৃতা আমার শোনবার দরকার নেই। আমার বাঁচবার উপায়টাকে দয়া করে বন্ধ করো না! তুমি যাও—নীলিমা, যাও।

নীলিমা। আমি নীলিমা নই—আমি মালিনী। তোমার নীল রং ভাল লাগার স্রোতে পড়ে, তোমার বন্ধুদের ধার করা নামে, আমি নীলিমা হয়েছিলাম। কিন্তু, এবার ডাক এসেছে। কমল, তুমিই এনেছ আমার জীবনে এই রূপান্তর। নাও, এসব নিয়ে আমায় মুক্তি দাও।

কমল। বেশ, আমার হাতে দিলে যদি তোমার যাওয়া হয়, তবে দাও। নীতিনদা, এই সবই মিলন-মন্দিরের।

মালিনী। আঃ মুক্তি—মহামুক্তি! সবাইকে আমার প্রণাম। যাই আমি—

নীতিন। এখন কোথায় যাবে, মালিনী দেবী ?

মালিনী। আমি ? যিনি সবাইকে আশ্রয় দেন, তিনিই আমায় আশ্রয় দেবেন। আমার গুরুদেব। আর আমার সময় নেই। কমল ! তোমার স্ত্রীর জন্যে একটা নীল শাড়ী কিনে এনেছিলাম। ঐ বাক্সে আছে, দেখা তো হল না, আমার নাম করে ওটা তাঁকে দিয়ো। নীতিন বাবু, এবার আদেশ দিন, আমি যাই ! (গাঢ় স্বরে) আসি কমল ?

[নীতিন আসিয়া মালিনীর হাত ধরিল]

নীতিন। তা কি হয় বোন ? আব তা হয় না। কমলের দেওয়া সম্পদ তাকে ফিরে দান করার সঙ্গে সঙ্গে কমলকে দেওয়া হৃদয়ও যে আর ফিরিয়ে নিতে পার না বোন। আর কি তোমার যাওয়া চলে ?

মালিনী। বড় কঠিন আদেশ দিচ্ছো নীতিন দা ! আমি এ চাই না। ছেলের অসুখের খবর গেল—ওর নাম দিয়ে আমিই লুকিয়ে দশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিলাম।

নীতিন। জানি দিদি।

মালিনী। আজ কমল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওইখানেই ওকে দেখব বলে নির্মমভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি এখানে ঘর বাঁধতে আসি নি নীতিনদা ; এসেছি ভাঙ্গা ঘরের নতুন ছাউনি দেখতে।

নীতিন। সে ঘর ছাওয়া তো এখনও সম্পূর্ণ হয় নি বোন।

মালিনী। না—না—না ! নতুন করে জীবনের হাতছানি

আমায় দেখিও না। সারাটা জীবন মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে পেয়েছি লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, পেয়েছি অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস। তবু পেয়েছিলাম একটুখানি আলো—সেইটুকু সম্বল করে আমি যাই—

[ঝড়ের বেগে প্রস্থান, চীৎকার করিতে করিতে বিমলের প্রবেশ]

বিমল। বাবা! জ্যাঠামণি! শীগগীর আসুন।

নীতিন। কী হয়েছে বিমল? চেঁচাচ্ছ কেন?

বিমল। শীগগীর আসুন জ্যাঠামণি, মা কীরকম করছে।

কমল। মা কোথায়?

বিমল। দাদা শুইয়ে দিয়েছে। ভয়ানক ঘেমে গেছে আর হাঁপাচ্ছে। আমায় বলল, তোর জ্যাঠামণি আর বাবাকে খবর দে। চলুন জ্যাঠামণি!

কমল। কী ব্যাপার নীতিনদা?

নীতিন। কী জানি, বুঝতে পারছি নে। মনে হয় সেই বুকের অসুখ। গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে heart-টাকে একেবারে জখম করে ফেলেছে। আরও দু-তিনবার হয়েছে এর আগে। এস। চল বিমল, দেরি কর না। নবীন।···তুমি ছুটে গিয়ে মহেশ ডাক্তারকে ধরে নিয়ে এস।

নবীন। যে আজ্ঞে, আমি যাব আর আসব।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[নীল রঙের বিছানায় নীল শাড়ি-পরা নীলিমা স্থির হইয়া আছে। মাথার কাছে সদানন্দ। চারিপাশে মোহিনী ও অন্যান্য মেয়েরা]

সদানন্দ। মা গো! এ কী করলি মা! বোধনের দিনে বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে দিলি। ওরে, ছুটি যে আমার নেবার কথা। এ কী হল? এটা কী হল!

[নীতিন, কমল ও বিমলের প্রবেশ। মেয়েরা কাঁদিয়া উঠিল]

নীতিন। কী হয়েছে? নীলিমা! নীলিমা! নী-লিমা! [পরীক্ষা করে] এ কী!···কাকাবাবু!

সদানন্দ। চাকরটা নীল রংয়ের ফুল আনে নি বলে তাকে বক্‌তে বক্‌তে আবার সাজঘরে ঢুকে গেল। সাজবার জন্যেই সে যেন আজ মরণপণ করেছিল। হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—আমার শরীর খারাপ করছে কাকাবাবু, আমায় ঘরে নিয়ে চলুন! আমি···

কমল। [কাছে এসে] নীল! নী-ল! এ কী হল কাকাবাবু, এ কী হল নীতিনদা? সে কি তার সমস্ত জীবনের কান্না আমায় চাপিয়ে দিয়ে গেল?

বিমল। মা! ওমা! এই দেখ বাবা এসেছেন! দেখ মা! মা! একবার কথা কও, মা!

সদানন্দ। আর কাকে ডাকছিস ভাই—মা-মা বলে! মা আর কথা কইবে না!

বিমল। কথা কইবে না? কেন? কী হয়েছে আমার মায়ের? মা-মা-মা!

[বুকের উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল]

নীতিন। কমল!

কমল। নীতিনদা!

নীতিন। [গাঢ় স্বরে] কী করি বল তো! এ কী করতে কী হয়ে গেল? আমি! বিমলকে!

সদানন্দ। আর কিছু করতে হবে না—শুধু ওকে কোলে নাও—বিমলকে! ওর কান্নাকে ছাপিয়ে আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। নাও, নাও কমল, ওকে কোলে নাও।

[Background Music-এ "আধো আলো আধো ছায়া" গানটি বাজিতেছে। কমল বিমলকে কোলে লইতে গেলে সে তার হাত সরাইয়া বিদ্যুদ্বেগে মায়ের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মা-মা বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল]

বিমল। মা! মাগো! আমার সঙ্গে আর কথা বলবে না মা? মা—কথা বল! মা গো—!

[নীতিন দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে লইতে গেল]

কমল। [অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে] কেন আর ডাকছ বিমল? সে এখন অসীম নীলের স্বপ্নে!

যবনিকা